

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM



ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

কোরবানীর ইতিহাস ও জরুরি কিছু মাসায়েল

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: জোবায়ের হাসান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

মাহমুদা আক্তার মীম

রোলঃ 23090120462

২০ নভেম্বর, ২০২৫ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM



ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

কোরবানীর ইতিহাস ও জরুরি কিছু মাসায়েল

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক
স্টাডিজের একটি আনুসঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: জোবায়ের হাসান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

মাহমুদা আক্তার মীম

রোলঃ 23090120462

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, “ কোরবানীর ইতিহাস ও জরুরি কিছু মাসায়েল ” বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে মাহমুদা আক্তার মীম, আইডিঃ 23090120462 বিচক্ষণতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধানেঃ

মুফতি: জোবায়ের হাসান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

এক্সটারনালঃ

মাও: জিল্লুর রহমান

তাজবীদ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, “ কোরবানীর ইতিহাস ও জরুরি কিছু মাসায়েল ” শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah - IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মুফতি: জোবায়ের হাসান উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব প্রচেষ্টায় প্রস্তুত করা হয়েছে, যেখানে প্রয়োজন অনুসারে বিভিন্ন উৎস থেকে সংগৃহীত তথ্য ব্যবহার করা হয়েছে এবং সেগুলো যথাযথভাবে তথ্যসূত্রে উল্লেখ করা হয়েছে।



(স্বাক্ষর)

তারিখঃ

২০ নভেম্বর, ২০২৫ ইং

মাহমুদা আক্তার মীম

আইডিঃ 23090120462

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

সূচিপত্র

কুরবানীর ইতিহাস	5
বর্তমান কোরবানির ইতিহাস	9
কুরবানির পরিচয়	14
কুরবানীর প্রকারেভেদ	16
কুরবানীর উদ্দেশ্য	18
কুরবানীর বিধান	22
কুরবানীর ফযীলত	24
কুরবানীর নিয়ামাবলী	32
কুরবানীর ওয়াক্ত বা সময়	34
মৃত ব্যক্তিদের পক্ষ হতে কুরবানী	36
রাসূল (সা.)-এর তরফ থেকে কুরবানীঃ	37
উভয় পক্ষের দানকৃত দলীল সমূহের পর্যালোচনাঃ	40
কুরবানী দাতা যে সকল কাজ থেকে দূরে থাকবেনঃ	42
উপসংহার	56

“কোরবানির ইতিহাস ও জরুরি কিছু মাসায়েল “

মহান আল্লাহ মানব জাতিকে একমাত্র তাঁর ইবাদতের জন্য সৃষ্টি করেছেন। তবে সেক্ষেত্রে তিনি কিছু ইবাদত ফরজ আর কিছুকে ওয়াজিব সাবস্ত করেছেন। মুসলমানগণের উচিত একনিষ্ঠভাবে একমাত্র তাঁর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে সেগুলো সম্পন্ন করা। কুরবানী সে ধরনের একটি ইবাদত যার বিধান আদম (আ.) এর যুগ থেকেই চলে আসছে। কিন্তু এ গুরুত্বপূর্ণ ইবাদতের সঠিক ইতিহাস ও বিধানাবলী সম্পর্কে আমরা খুব কমই অবগত আছি। আলোচ্য নিবন্ধনটি এবিষয়ে আমাদের অনেক সহায়ক হবে বলে আমাদের বিশ্বাস।

কুরবানীর ইতিহাস

পৃথিবীর সর্বপ্রথমঃ

কুরবানীর ইতিহাস খুবই প্রাচীন। সেই আদি পিতা আদম (আ.) এর যুগ থেকেই কুরবানীর বিধান চলে আসছে। আদম (আ.) এর দুই ছেলে হাবীল ও কাবীলের কুরবানী পেশ করার কথা আমরা মহাশয় আল-কুরআন থেকে জানতে পারি। মহান আল্লাহ সুবহানাছ ওয়াতাতা'লা বলেন,

وَاْتَىٰ عَلَيْهِمُ نَبَأُ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ ۖ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ ۚ قَالَ لَا قُتِلَتْكَ ۖ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ ۚ

ওয়াতলু'আলাইহিম নাবাআবনাই আ-দামা বিলহাক্ক । ইযকাররাবা-কুরবা-নান ফাতুকুবিলা মিন আহাদিহিমা-ওয়া লাম ইউতাকাব্বাল মিনাল আ-খারি কা-লা লাআকতুলান্নাকা কা-লা ইন্নামা-ইয়াতাকাব্বালুন্না-হ মিনাল মুত্তাকীন ।

"আদামের দু'পুত্রের খবর তাদেরকে সঠিকভাবে জানিয়ে দাও। উভয়ে যখন একটি করে কুরবানী হাজির করেছিল তখন তাদের একজনের নিকট হতে কবুল করা হল। অন্যজনের

নিকট হতে কবুল করা হল না। সে বলল, আমি তোমাকে অবশ্য অবশ্যই হত্যা করব।
অন্যজন বলল, ‘আল্লাহ কেবল মুত্তাকীদের কুরবানী কবুল করেন,’

(QS. Al-Ma'idah 5: Verse 27)

মূল ঘটনা হলোঃ

যখন আদম ও হাওয়া (আ.) পৃথিবীতে আগমন করেন এবং
তাদের সন্তান জনন ও বংশ বিস্তার আরম্ভ হয়, তখন হাওয়া
(আ.) এর প্রতি গর্ভ থেকে জোড়া জোড়া (জময) পুত্র ও কন্যা সন্তান জন্মগ্রহণ করত।
কেবল শীস (আ.) ব্যতিরেকে। কারণ, তিনি একা ভূমিষ্ট
হয়েছিলেন। তখন ভাইবোন ছাড়া আদম (আ.) এর আর কোন
সন্তান ছিল না। অথচ ভাই-বোন পরস্পর বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ
হতে পারে না। তাই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা
প্রয়োজনের খাতিরে আদম (আ.) এর শরীয়তে বিশেষভাবে এ
নির্দেশ জারি করেন, যে একই গর্ভ থেকে যে পুত্র ও কন্যা জন্ম গ্রহণ করবে তারা সহোদর
ভাই- বোন, তাদের মধ্যে বৈবাহিক সম্পর্ক হারাম। কিন্তু পরবর্তী গর্ভ থেকে
জন্মগ্রহণকারী পুত্রের জন্য প্রথম গর্ভ হতে
জন্মগ্রহণকারিণী কন্যা
তাদের মধ্যে পরস্পর বিবাহ বন্ধে আবদ্ধ হওয়া বৈধ।

সে সময় আদম (আ.) একটি জোড়ার মেয়ের সাথে অন্য জোড়ার
ছেলের বিয়ে দিতেন। ঘটনা ক্রমে কাবীলের সাথে সহোদরা
জন্ম নিয়েছিল সে ছিল পরমা সুন্দরী। তার নাম ছিল আকলিমা।
কিন্তু হাবিলের সাথে যে সহোদরা জন্ম নিয়েছিল সে দেখতে
অতটা সুন্দরী ছিল না। সর ছিল কুশ্রী ও কদাকার। তার নাম ছিল
লিওয়া। বিবাহের সময় হলে শরয়ী নিয়মানুযায়ী হাবীলের
সহোদরা কুশ্রী বোন কাবীলরর ভাগে পড়ল। ফলে আদম (আ)
তৎকালীন শরীয়তের আইনরর পরিপ্রেক্ষিতে কাবীলের আবদার প্রত্যাখ্যান করলেন এবং
তাকে তার নির্দেশ মানতে বললেন
কিন্তু সে মানল না। এবার তিনি তাকে বকাঝকা করলেন। তবুও
সে ঐ বকাঝকায় কানে দিল না। অবশেষে আদম (আ.) তার এ
দুঃসন্তান হাবীল ও কাবীলের মতভেদ দূর করার উদ্দেশ্যে বললেন যে

‘তোমরা উভয়ে আল্লাহর উদ্দেশে কুরবানি পেশ কর। যার কুরবানী গৃহীত হবে তার সাথেই আকলিমার বিয়ে দেয়া হবে। সে সময় কুরবানী গৃহীত হওয়ার একটি সুস্পষ্ট নিদর্শন ছিল যে আকাশ থেকে একটি অগ্নিশিখা এসে সে কুরবানীকে ভস্মীভূত করে ফেলত। আর যার কুরবানী কবুল হতো না তারটা থাকত। যাহোক, তাদের কুরবানীর পদ্ধতি সম্পর্কে যা জানা যায় তা হলো- কাবীল ছিল চাষী। তাই তিনি গমের শীষ থেকে ভাল মালগুলো বের করে নিয়ে বাজে মাল আটি করে কোরবানির জন্য পেশ করল।

কুরবানীর জন্য

তাই সে তার জন্তুর মধ্য থেকে সবেচেয়ে সেরা একটি দুগ্ধা কুরবানীর জন্য পেশ করল। তারপর আকাশ থেকে অগ্নিশিখা এসে হাবীলের কুরবানীটি ভস্মীভূত করে দিল। [ফতহুল কাদীরের বর্ণনায় পাওয়া যায় যে, হাবীলের পেশকৃত দুগ্ধাটি জান্নাতে উঠিয়ে নেওয়া হয় এবং তা জান্নাতে বিচরণ করতে থাকে অবশেষে ইসমাইল যাবিহুল্লাহ (আ.) কে ঐ দুগ্ধাটি পাঠিয়ে বাঁচিয়ে দেয়া হয়।] আর কাবীলের কুরবানী যথাস্থানেই পড়ে থাকল।

অর্থাৎ হাবীলের কোরবানি গৃহীত হল, কাবীলেরটি হল না। কাবীল এ আসমানী সিদ্ধান্ত মেনে নিতে পারল না। এ অকৃতকায্যতায় কাবীলের দুঃখ ও ক্ষোভ আর বেড়ে গেল। আত্মসংবরণ করতে পারল না এবং বলল,

‘আমি অব্যশ তোমাকে হত্যা করব।

জবাবে ক্রোধ প্রকাশ না করে মার্জিত ও নীতি বাক্য উচ্চারণ করল, এতে কাবীলের পিতা তার প্রতি সহানুভূতি ও ফুটে উঠেছিল। হাবীল বলেছিল, ‘তিনি মুত্তাকী কর্মই গ্রহণ করেন। সুতরাং তুমি তাকওয়ার কম অবলম্বন করলে তোমার কুরবানীও গৃহীত হতো। তুমি তা করোনি, তাই তোমার কুরবানী প্রত্যাখ্যান হয়েছে। এতে আমার দোষ কোথায়?.....তবুও এক পর্যায়ে কাবীল হাবিলকে হত্যা করে ফেলল। (তাফসীর ইবনু কাসীর, দুরের মনসূর, ফতহুল বায়ান ৩/৪৫ ও ফতহুল কাদীর, ২/২৮-২৯)

কুরআনে বর্ণিত হাবিল ও কাবীল কতৃক সম্পাদিত কুরবানীর এ ঘটনা থেকেই মূলত কুরবানীর ইতিহাসের গোড়াপত্তন হয়েছে। এ

ঘটনায় আমরা দেখতে পেলাম যে, কুরবানী দাতা ‘হাবীল’, যিনি মনের ঐকান্তিক আগ্রহ সহোকারে আল্লাহর নৈকট্য ও সন্তুষ্টি লাভের জন্য একটি সুন্দর দুগ্ধা কোরবানি হিসেবে পেশ করে ফলে কুরবানী কবুল হয়। পক্ষান্তরে কাবীল, সে অমনোযোগী হয়ে কিছু খাদ্যশস্য কোরবানি হিসেবে পেশ করায় তার কোরবানি কবুল হয়নি। সুতরাং প্রমাণিত হলো কুরবানী মনের ঐকান্তিক আগ্রহ ছাড়া কবুল হয় না। তারপর থেকে বিগত সকল উম্মতের উপরে এটা জারি ছিল। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِّيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُمْ مِّنْ بَهِيمَةٍ ۚ أَلَا نُعَلِّمُ الْفُلُوكَ مَا سَلُمُوا ۚ وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ ۚ

ওয়া লিকুল্লি উম্মাতিন জা‘আলনা-মানছাকাল লিইয়াযকুরুছমাল্লা-হি ‘আলা-মা-রাঝাকাহুম মিম বাহীমাতিল আন‘আ-ম ফাইলা-হুকুম ইলা-হুওঁ ওয়া-হিদুন ফালাহুআছলিমূ ওয়া বাশশিরিল মুখবিতীন।

"আমি প্রতিটি সম্প্রদায়ের জন্য (কুরবানীর) নিয়ম করে দিয়েছি। তাদেরকে চতুষ্পদ জন্তু হতে যে রিয়ক দেয়া হয়েছে সেগুলোর উপর তারা যেন আল্লাহর নাম উচ্চারণ করে, (এই বিভিন্ন নিয়ম-পদ্ধতির মূল লক্ষ্য কিন্তু এক- আল্লাহর নির্দেশ পালন), কারণ তোমাদের উপাস্য একমাত্র উপাস্য, কাজেই তাঁর কাছেই আত্মসমর্পণ কর আর সুসংবাদ দাও সেই বিনীতদেরকে-"

[সূরা হাজ্জ (২২):৩৪]

এ আয়াতের ব্যাখ্যা আল্লামা নাসাফী ও যামাখশার বলেন,
‘আদম (আ.) থেকে মুহাম্মাদ (সা.) পর্যন্ত জাতিকে আল্লাহ তার নৈকট্য লাভের জন্য কুরবানির বিধান দিয়েছেন। [তাফসিরে নাসাফী ১৩/৭৯; কাশশাফ ২/৩৩]

আদম (আ.) এর যুগে তারই পুত্র কাবীল ও হাবীলের কুরবানীর পর থেকে ইবরাহীম (আ.) পর্যন্ত কুরবানী চলতে থাকে। প্রকৃতপক্ষে কুরবানীর ইতিহাস ততটা প্রচীন যতটা প্রচীন দ্বীন-ধর্ম অথবা মানবতার ইতিহাস। মানব জাতির জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে যত শরীয়ত নাযিল হয়েছে, প্রত্যেক শরীয়ার মধ্যে কুরবানী করার বিধান জারি ছিল। প্রত্যেক উম্মত ছিল একটা অপরিহার্য

কোন ব্যক্তি পাওয়া যায় না। মূলত সেসব কুরবানীর নিয়ম-কানুন
আমাদেরক জানানো হয়েনি।

বর্তমান কোরবানির ইতিহাস

পবিত্র কুরআনে এসেছে :

رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ

রাব্বি হাবলী মিনাসসা-লিহীন।

"হে আমার প্রতিপালক! তুমি আমাকে এক সৎকর্মশীল পুত্র সন্তান দান কর।"

(সূরা : আস- সফফাত ৩৭/ ১০০)

فَبَشِّرْهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ

ফাবাশশারনা-হু বিগুলা-মিন হালীম।

"অতঃপর আমি তাকে এক অতি ধৈর্যশীল পুত্রের সুসংবাদ দিলাম।"

(সূরা : আস- সফফাত ৩৭/ ১০০)

فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَبْنَئِي إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانْظُرْ مَاذَا تَرَى ۚ قَالَ
يَا بَنِي أَفْعَلْ مَا تُؤْمَرُ ۚ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ

ফালাম্মা-বালাগা মা'আহুছ ছা'ইয়া কা-লা ইয়া-বুনাইইয়া ইন্নীআরা-ফিল মানা-মি আন্নী

আযবাহুকা ফানজুর মা-যা-তার- কা-লা ইয়াআবাতিফ'আল মা-তু'মারু ছাতাজিদুনীইন শা-

আল্লা-হু মিনাসসা-বিরীন।

"অতঃপর সে যখন তার পিতার সাথে চলাফিরা করার বয়সে পৌঁছল, তখন ইবরাহীম (আঃ)

বলল, 'বৎস! আমি স্বপ্নে দেখেছি যে, আমি তোমাকে যবেহ করছি, এখন বল, তোমার

অভিমত কী? সে বলল, 'হে পিতা! আপনাকে যা আদেশ করা হয়েছে আপনি তাই করুন,

আল্লাহ চাইলে আপনি আমাকে ধৈর্যশীলই পাবেন।"

(সূরা : আস- সফফাত ৩৭/ ১০২)

فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهِ لِجَبِينِ ۝

ফালাম্মাআছলামা-ওয়া তাল্লাহুলিলজাবীন।

"দু'জনেই যখন আনুগত্যে মাথা নুইয়ে দিল। আর ইবরাহীম তাকে উপড় ক'রে গুইয়ে দিল।"

সূরা : আস- সফফাত ৩৭/ ১০৩)

وَنَّا دَيْنُهُ أَنْ يُابِرَهِيمَ ۝

ওয়া না-দইনা-হু আই ইয়াইবরা-হীম।

"তখন আমি তাকে ডাক দিলাম, 'হে ইবরাহীম!'"

(সূরা : আস- সফফাত ৩৭/ ১০৪)

فَدُ صَدَقَّتِ الرُّءْيَا ۝ إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ۝

কাদ সাদ্দাকতার রু'ইয়া- ইন্না-কাযা-লিকা নাজজিল মুহসিনীন।

"স্বপ্নে দেয়া আদেশ তুমি সত্যে পরিণত করেই ছাড়লে। এভাবেই আমি সৎকর্মশীলদেরকে প্রতিদান দিয়ে থাকি।"

সূরা : আস- সফফাত ৩৭/ ১০৫)

إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلُّ ۝ وَالْمُبِينُ ۝

ইন্না হা-যা-লাহুওয়াল বাল্লাউল মুবীন।

"অবশ্যই এটা ছিল এক সুস্পষ্ট পরীক্ষা।"

সূরা : আস- সফফাত ৩৭/ ১০৬)

وَفَدَيْنَهُ بِذَبْحٍ عَظِيمٍ ۝

ওয়া ফাদাইনা-হু বিযিবহিন 'আজীম।

"আমি এক মহান কুরবানীর বিনিময়ে পুত্রটিকে ছাড়িয়ে নিলাম।"

সূরা : আস- সফফাত ৩৭/ ১০৭)

وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ

ওয়া তারাকনা-আলাইহি ফিল আ-খিরীন।

"আর আমি তাকে পরবর্তীদের মাঝে স্মরণীয় করে রাখলাম।"

(সূরা : আস- সফফাত ৩৭/ ১০৮)

سَلَّمَ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ

ছালা-মুন আলাইবরা-ইম।

"ইবরাহীমের উপর শান্তি বর্ষিত হোক!"

(সূরা : আস- সফফাত ৩৭/ ১০৯)

كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ

কাযা-লিকা নাজঝিল মুহছিনীন।

"সৎকর্মশীলদেরকে আমি এভাবেই প্রতিদান দিয়ে থাকি।"

সূরা : আস- সফফাত ৩৭/ ১১০)

إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ

ইনাহুমিন ইবা-দিনাল মু'মুনীন।

"সে ছিল আমার মু'মিন বান্দাহদের অন্তর্ভুক্ত।"

(সূরা : আস- সফফাত ৩৭/ ১০০)

ইবনে কাসীর (রাহ.) বলেন, ‘আল্লাহ তা‘আলা আমাদের জানান য, তার ঘনিষ্ঠ বন্ধু ইব্রাহীম (আ.) যখন তার পিতৃভূমি থেকে হিজরত করলেন, তখন তিনি তার প্রভুর কাছে চেয়েছিলেন যে, তিনি যেন তাকে সৎকর্মশীল সন্তান দান করেন। তাই আল্লাহ তা‘আলা তাকে একজন ধৈর্যশীল পুত্র সন্তানের সুসংবাদ দিয়েছিলেন। এটা ছিল ইসমাইলের (আ.) ব্যাপারে কেননা তিনি ছিলেন ইব্রাহীমের (আ.) ঔরসে জন্ম নেয়া প্রথম সন্তান। এ ব্যাপারে বিভিন্ন দ্বীনের (ইহুদি,খ্রিস্টান,মুসলিম) অনুসারীদের মধ্যে কোন মতভেদ নেই যে ইব্রাহীমের ঘরে ইসমাইলই প্রথম জন্ম গ্রহণ করেছিলেন। (ইবনে কাসীরের আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া ১/১৫৭-১৫৮)

যাকে কুরবানী করার কথা ছিল তিনি ইসহাক (আ.) নন; বরং তিনি ছিলেন ইসমাইল (আ.), তার কারণ গুলো উপরে বর্ণনা করা হয়েছে। ইবনে কাসীর তার তাফসীর গ্রন্থে এ সকল আয়াতের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি প্রমাণ করে যে, ইসমাইল (আ.) এরই কুরবানী হওয়ার কথা ছিল। সেই বিষয় গুলো এ রকম -

- ইসমাইল (আ.) ছিলেন তার প্রথম সন্তান যার ব্যাপারে ইব্রাহীম (আ.) - কে সুসংবাদ দেয়া হয়েছিল। মুসলিম ও আহেল কিতাবগণের ইজমা (ঐক্যমত) অনুসারে তিনি ইসহাক (আ.)- এর চেয়ে বড়। আহেল কিতাবগণ কিতাবসমূহে এটা বর্ণিত হয়েছে যে, ইব্রাহীমকে (আ.) তার একমাত্র পুত্র কে কুরবানী দিতে আদেশ দিয়েছিলেন। এবং কোন কোন নথিতে আছে যে, তাকে তার প্রথম জন্ম নেয়া ছেলেকে কুরবানী দিতে বলা হয়েছিল।

- সাধারণত প্রথম ছেলে অন্যদের চেয়ে অধিক প্রিয় আর তাই তাকে কুরবানী করার আদেশ পরীক্ষার জন্য অধিক উপযোগী।

- এটা উল্লিখিত রয়েছে যে, এক ধৈর্যশীল পুত্রের সুসংবাদ দেয়া হয়েছিল এবং তাকেই কুরবানী করার আদেশ পরীক্ষার জন্য অধিকতর উপযোগী।

এ ব্যাপারে একই সূরায় ফেরেশতারা ইব্রাহীমের (আ.) কাছে ইসহাকের

সুসংবাদ নিয়ে আসলেন, তারা বললেন,
Allah Subhanahu Wa Ta'ala says:

قَا لُوَا لَا تَوْجَلْ إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلْمٍ عَلِيمٍ
কা-লূলা-তাওজাল ইন্না-নুবাশশিরুকা বিগুল-মিন ‘আলীম।

"তারা বলল, ‘শংকা করো না, আমরা তোমাকে এক জ্ঞানী পুত্রের সুখবর দিচ্ছি।"
(সূরা হিজর;৫৩)

আল্লাহ তা‘আলা আরো বলেন,

وَا مَرَا تُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكْتُ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ ۚ وَمِنْ وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبُ ۚ

ওয়ামরা’আতুহু কাইমাতুনফাদাহিকাত ফাবাশশারনা-হা- বিইছহা-কা ওয়ামিওঁ ওয়ারাই ইছহা-
কা ইয়া‘কুব।

"(ইবরাহীমের) স্ত্রী দাঁড়িয়েছিল, সে হেসে ফেলল। তখন আমি তাকে ইসহাকের আর ইসহাকের
পর ইয়া‘কূবের সুসংবাদ দিলাম।"
[সূরা হুদ(১১):৭১]

ইবরাহীম (আ.) এর বয়স যখন ৮৬ বৎসর তখন ইসমাইল
বিবি হাজারের গর্ভে এবং যখন ৯৯ তখন বিবি
ইসহাক জন্মগ্রহণ করেন। ইবরাহীম (আ.) সর্বমোট ২০০
বছর বেচে ছিলেন। (তাফসীর ইবনে কাসীর, ৪/১৬, মুয়াত্তা তাফসীরে কুরতুবী, ২/৯৮-৯৯)

• এখানে সূরা সাফফাতে ইসমাইলকে ধৈর্যশীল বলে বর্ণনা করা হয়েছে, যা এই পটভূমিতে
যথার্থ।(তাফসীর ইবনে কাসীর
৪/১৫) আর আল্লাহই সবচেয়ে ভাল জানেন।

কুরবানির পরিচয়

আরবিতে করব বা কুরবান (قرب বা قربان) শব্দটি উর্দু ও ফার্সীতে (قربانی) কুরবানি মানে রূপান্তরিত। এর অর্থ হলো-নৈকট্য

বা সান্নিধ্য, ত্যাগ, উৎসর্গ, বিসর্জন। কুরআনুল কারিমে কুরবানির একাধিক সমার্থক শব্দের ব্যবহার দেখা যায়।

قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

কুল ইন্না ছলা-তী ওনুছুকী ওমাহ্‌ইয়া-ইয়া ওমামা-তী লিল্লা-হি রব্বিল্‌'আ-লামীন

"আপনি বলুনঃ আমার নামায, আমার কোরবানী এবং আমার জীবন ও মরন বিশ্ব-প্রতিপালক আল্লাহরই জন্যে।"

(সূরা আন-আম ৬ঃ আয়াত ১৬২)

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাতা'লা বলেন,

وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِّيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُمْ مِّنْ بَهِيمَةٍ ۚ أَلَا نَعْلَمُ ۚ فَا لَهُكُمْ إِلَهُ وَ ۚ
جَدُّ فَلَهُ اسْلُمُوا ۚ وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ ۚ

ওয়া লিকুল্লি উম্মাতিন জা'আলনা-মানছাকাল লিইয়াযকুরুছমাল্লা-হি 'আলা-মা-রাব্বাকাহুম মিম বাহীমাতিল আন'আ-ম ফাইলা-হুকুম ইলা-হুওঁ ওয়া-হিদুন ফালাহুআছলিমূ ওয়া বাশশিরিল মুখবিতীন।

"আমি প্রতিটি সম্প্রদায়ের জন্য (কুরবানীর) নিয়ম করে দিয়েছি। তাদেরকে চতুষ্পদ জন্তু হতে যে রিয়ক দেয়া হয়েছে সেগুলোর উপর তারা যেন আল্লাহর নাম উচ্চারণ করে, (এই বিভিন্ন নিয়ম-পদ্ধতির মূল লক্ষ্য কিন্তু এক- আল্লাহর নির্দেশ পালন), কারণ তোমাদের উপাস্য একমাত্র উপাস্য, কাজেই তাঁর কাছেই আত্মসমর্পণ কর আর সুসংবাদ দাও সেই বিনীতদেরকে-"

(সূরা হজ্জ ২২ঃ আয়াত ৩৪)

আরবিতে 'কুরবানী' শব্দটি ব্যবহৃত হয় না। 'কুরবানী'র বদলে 'কুরবান' শব্দটি মোট তিন জায়গায় ব্যবহার

হয়েছে যেমন:

১. নং সূরা আল 'ইমরানের ১৮৩ নং আয়াত,
২. নং সূরা মায়িদা'র ২৭ নং আয়াত এবং
৩. নং সূরা আহকাফের ২৮ নং আয়াত। অনুরূপভাবে হাদিসে ও কুরবানী শব্দটি ব্যবহৃত না হয়ে তার পরিবর্তে 'উযহিয়্যাহ' এবং 'যাহিয়্যাহ প্রভৃতি শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। 'উযহিয়্যাহ' কুরবানীর দিনসমূহে আল্লাহর সান্নিধ্য লাভের উদ্দেশ্যে যবেহ যোগ্য উট, গরু, ছাগল বা ভেড়াকে বলা হয়। এ শব্দটি 'যুহা' শব্দ থেকে গৃহীত যার অর্থ 'পূর্বাহ্ন'।
কুরবানী যবেহ করার উত্তম সময় হলো ১০ যিলহজ্জের (ঈদের দিনের) পূর্বাহ্ন কালে, তাই ঐ হিসেবে উযহিয়্যাহ বলা হয়েছে। এটিকে আবার 'যাহিয়্যাহ' বা 'আযহা'ও বলা হয়। আর 'আযহাহ' এর বহুবচন হলো 'আযহা', যার সাথে সম্পর্ক জুড়ে ঈদের নাম হয়েছে 'ঈদুল আযহা'।

মূলত ফারসী, হিন্দী, উর্দু ও বাংলা ভাষায় আরবি করবান শব্দটি 'কুরবানী' হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

বর্তমানে আমাদের নিকটে কুরবানির পশুকেই 'কুরবান' বলা হয়।
(তাফসীরে আল-মানার, ৬/৩৪২) পরিশেষে ঐ যবেহকৃত পশুকেই 'কুরবান' বলা হয়, যা লাকেরা আল্লাহর নৈকট লাভের জন্য পেশ করে থাকে। (তাফসীরে মাযহারী, ২/১৮৮)

ভারতীয় উপমহাদেশ তথা ভারত, পাকিস্তান ও বাংলাদেশে কুরবানী বলতে বোঝায় যিলহজ্জ মাসের ১০ (দশ) থেকে ১২ (বারো) বা ১৩ তের) তারিখ আসর পর্যন্ত আল্লাহর নৈকট্য লাভের উদ্দেশ্যে উট, গরু, বকরী ও ভেড়া প্রভৃতির মধ্য হতে কোন একটি পশুকে যবেহ করা।

কুরবানীর প্রকারভেদ

আর আল্লাহর উদ্দেশ্যে পশু জবাই করা তিন প্রকার হতে পারে।

১. হাদী

২. কুরবানী

৩. আকীকাহ

তাই ঈদুল আযহার দিন

আল্লাহের নৈকট্যলাভের আশা যবেহ করাকে কুরবানী বলে।

ইসলামী শরীয়তে এটি ইবাদত হিসেবে সিদ্ধ, যা কুরআর, হাদীস

ও মুসলিম উম্মাহের ঐক্য হিসেবে গৃহীত।

কুরআন মাজীদে এসেছে,

فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ

ফাসালিল লিরাব্বিকা ওয়ানহার।

"কাজেই তুমি তোমার প্রতিপালকের উদ্দেশ্যে নামায আদায় কর এবং কুরবানী কর,"

(সূরা কাওসার ১০৮: আয়াত ২)

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা বলেন,

قُلْ إِنْ صَلَّيْتُ وَنُسَكِيْتُ وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

কুল ইন্না ছলা-তী ওনুছুকী ওমাহ্ইয়া-ইয়া ওমামা-তী লিল্লা-হি রব্বিল্'আ-লামীন

"আপনি বলুনঃ আমার নামায, আমার কোরবানী এবং আমার জীবন ও মরন বিশ্ব-প্রতিপালক আল্লাহরই জন্যে।"

(সূরা আন-আম : আয়াত ১৬২)

لَا شَرِيكَ لَهُ ۚ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ

লা-শারীকা লাহু ওয়া বিয়া-লিকা উমিরতুওয়া আনা আওওয়ালুল মুসলিমীন।

"তাঁর কোন শরীক নেই, আমাকে এরই নির্দেশ দেয়া হয়েছে আর আমিই সর্বপ্রথম আত্মসমর্পণকারী।"

(সূরা আন-আম : আয়াত ১৬৩)

আল্লাহর রাসূল (সা.) সে আদেশ যথাযথভাবে পালন করেছেন।

সুতরাং তিনি (সা.) ছিলেন অধিক সালাত কায়েমকারী ও অধিক কুরবানীদাতা।

হাদীসে এসেছে-

বারা ইবনে আযিব (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন

‘যে ঈদের সালাতের পর কুরবানীর পশু যবেহ করল তার কুরবানী পরিপূর্ণ হলো ও সে মুসলমানের আদর্শ পালন করল।’ (বুখারী, হাদীস নং ৫৫৪৫; সহীহ মুসলিম, হাদীস ১৯৬১)

আনাস ইবনে মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ‘আল্লাহ

রাসূল (সা.) নিজ হতে দুটি সাদা-কালো বর্ণের দুম্বা কুরবানী

করেছেন। তিনি বিসমিল্লাহ ও আল্লাহু আকবার বলেছেন তিনি

পা দিয়ে দুটো কাঁধের পাশ চেপে রাখেন। (বুখারী-৫৫৬৫, সহীহ

মুসলিম-১৯৬৬) তবে বুখারীতে ‘সাদা-কালো’ শব্দের পূর্বে শিংওয়ালা কথাটির উল্লেখ আছে।

রাসূল (সা.) কােনো বছর কুরবানী ত্যাগ করে নি। (যাদুল মা‘আদ, ২/৩১৭) ইবনু উমর (রা.)

বলেন , ‘নবী (সা.) দশ বছর

মদীনায় অবস্থানকালে কুরবানী করেছেন। (মুসনাদ আহমাদ,

তিরমিযী) যেমন তিনি তার কর্ম দ্বারা

কুরবান করতে উম্মতকে অনুপ্রণিত করেছেন, তেমনি তিনি তার বাক দ্বারাও উদ্বুদ্ধ ও তাকীদ করেছেন।

কুরবানীর উদ্দেশ্য

পশু নিবেদন (বা যবেহ) করা হবে এক আল্লাহর
উদ্দেশ্যে যার কোন শিরক নেই। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন মানব
জাতিকে সৃষ্টি করেছেন একমাত্র তাঁর ইবাদত করার জন্য। যেমন তিনি বলেন-

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

ওয়ামা-খালাকতুল জিন্না ওয়াল ইনছা ইল্লা-লিইয়া'বুদুন।

"আমি জ্বিন ও মানবকে সৃষ্টি করেছি একমাত্র এ কারণে যে, তারা আমারই 'ইবাদাত করবে।।"
(সূরা যারিয়াত ৫১: আয়াত ৫৬)

অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা একমাত্র তাঁর ইবাদতের জন্য মানব জাতিকে সৃষ্টি করেছেন।

ইবাদত বলা হয় যে সকল কথা ও কাজ আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন ভালোবাসেন ও পছন্দ
করেন; হোক সে কাজ প্রকাশ্যে বা গোপনে
(ফতহুল মজিদ: ১৭)।

আর এ ইবাদতের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো তার উদ্দেশ্যে পশু
যবেহ করা। এ কাজটি তিনি শুধু তার উদ্দেশ্যে করার জন্য
নির্দেশ দিয়েছেন।

আল্লাহ সুবহানাছ ওয়াতাতা'লা বলেন-

قُلْ إِنْ صَلَاةِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

কুল ইন্না ছলা-তী ওনুছুকী ওমাহ্ইয়া-ইয়া ওমামা-তী লিল্লা-হি রব্বিল্'আ-লামীন

"আপনি বলুনঃ আমার নামায, আমার কোরবানী এবং আমার জীবন ও মরন বিশ্ব-প্রতিপালক
আল্লাহরই জন্যে।"

(সূরা আন-আম ৬: আয়াত ১৬২)

ইবনে কাসীর (রহ:) বলেন, 'এ আয়াতে আল্লাহ রাব্বুল আ'লামীন
নির্দেশ দিয়েছে,যে সকল মুশরিক আল্লাহ ছাড়া অন্য করো নামে

পশু যবেহ করে তাদের যেন জানিয়ে দেয়া হয় আমরা তাদের বিরোধী। সালাত, কুরবানী শুধু তার নামেই হবে যার কোন শরিক নাই। এ কথাই আল্লাহ তা‘আলা সূরা কাওসারে বলেছেন-

فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ

ফাসালিল লিরাব্বিকা ওয়ানহার।

"কাজেই তুমি তোমার প্রতিপালকের উদ্দেশ্যে নামায আদায় কর এবং কুরবানী কর,"
(সূরা কাওসার : আয়াত ২)

যে আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো নামে পশু জবাই করে তার ব্যাপারে কঠোর শাস্তির কথা হাদিসে এসেছে-

আবু তোফায়েল থেকে বর্ণিত আমি
আবি তালেবের কাছে উপস্থিত ছিলাম। এক ব্যক্তি তার কাছে
এসে বলল, ‘নবী কারীম (সা:) গোপনে আপনাকে কি বলেছিলেন
?’ বর্ণনাকারী বলে, আলী এ কথা শুনে রেগে গেলেন এবং বললেন; ‘নবী কারীম (সা.)
মানুষের কাছে গোপন রেখে আমার কাছে একান্ত কিছু বলেননি। তবে তিনি আমাকে চারটি
কথা বলেছেন-

তিনি বললেন-

‘১. যে ব্যক্তি পিতামাতা কে

অভিশাপ দেয়, আল্লাহ তাকে অভিশাপ দেয়।

২. যে ব্যক্তি আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো নামে পশু যবেহ করে আল্লাহ তার উপর লা‘নত করেন।

৩. ঐ ব্যক্তির উপর

আল্লাহ লা‘নত করেন যে ব্যক্তি কোন বিদ‘আতীকে প্রশ্রয় দেয়।

৪. যে ব্যক্তি জমির সীমা পরিবর্তন

করেন আল্লাহ তাকে লা‘নত করেন।(সহীহ মুসলিম, শরহে নবীভ)।

এ কাজগুলো এমন, যে ব্যক্তি করল সে ইসলামের গন্ডি থেকে
বের হয়ে কুফুরির সীমানায় প্রবেশ করল।

এ হাদিসের ব্যাখ্যায় ইমাম নবভ(রাহ.) বলেন - আল্লাহ ব্যতীত

অন্যের নামে পশু যবেহ করার অর্থ এমন যে কোন ব্যক্তি

প্রতিমার নামে যবেহ করল অথবা কোন নবীর নামের যবেহ করল

বা কাবার নামে যবেহ করল। এ ধরেনর যত যবেহ সব নাজায়েয ও তা খাওয়া হারাম।
যবেহকারী মুসলমান হোক বা অমুসলমান।

আল্লাহ সুবহানাছ ওয়াতাতা'লা বলেন-

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَاللَّطِيخَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِمَا لَا زَلَّامٌ لَّكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَإِنَّهُ يَكُونُ فِي قُلُوبِهِ غُرْحٌ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتِمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

হররিমাত 'আলাইকুমুল মাইতাতুওয়াদ্দামুওয়া লাহমুল খিনঝীরি ওয়ামা-উহিল্লা লিগাইরিল্লাহি বিহী ওয়াল মুনখানিকাতুওয়াল মাওকূযাতুওয়াল মুতারাদিইয়াতুওয়ান্নাতীহাতু ওয়ামা-আকালাহ ছাবু'উ ইল্লা-মা যাক্কাইতুম ওয়ামা-যুবিহা 'আলান নুসুবি ওয়া আন তাহতাকছিমূবিলআব্বালা-মি যা-লিকুম ফিছকুন আল ইয়াওমা ইয়াইছাল্লাযীনা কাফারুমিন দীনিকুম ফালা-তাখশাওহুম ওয়াখশাওনি আলইয়াওমা আকমালতুলাকুম দীনাকুম ওয়া আত মামতু'আলাইকুম নি'মাতী ওয়া রাদীতুলাকুমুল ইছলা-মা দীনান ফামানিদতুররা ফী মাখমাসাতিন গাইরা মুতাজা-নিফিললিইছমিন ফাইল্লা-হা গাফুরুর রাহীম।

"তোমাদের জন্য হারাম করা হয়েছে মৃতজন্তু, (প্রবাহিত) রক্ত, শূকরের মাংস, আল্লাহ ছাড়া অন্যের নামে যবহকৃত পশু, আর শ্বাসরুদ্ধ হয়ে মৃত জন্তু, আঘাতে মৃত জন্তু, উপর থেকে পতনের ফলে মৃত, সংঘর্ষে মৃত আর হিংস্র জন্তুতে খাওয়া পশু- তবে জীবিত পেয়ে যা তোমরা যবহ করতে পেরেছ তা বাদে, আর যা কোন আস্তানায় (বা বেদীতে) যবহ করা হয়েছে, আর জুয়ার তীর দ্বারা ভাগ্য নির্ণয় করা (এগুলো তোমাদের জন্য হারাম করা হয়েছে)। এসবগুলো পাপ কাজ। আজ কাফিরগণ তোমাদের দ্বীনের বিরোধিতা করার ব্যাপারে পুরোপুরি নিরাশ হয়ে গেছে, কাজেই তাদেরকে ভয় করো না, কেবল আমাকেই ভয় কর। আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে পূর্ণাঙ্গ করে দিলাম, তোমাদের প্রতি আমার নিআমাত পূর্ণ করে দিলাম এবং ইসলামকে তোমাদের দ্বীন হিসেবে কবুল করে নিলাম। তবে কেউ পাপ করার প্রবণতা ব্যতীত ক্ষুধার জ্বালায় (নিষিদ্ধ বস্তু খেতে) বাধ্য হলে আল্লাহ বড়ই ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।"

(সূরা মায়িদাহ ৫ঃ আয়াত ৩)

যে ব্যক্তি আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো নামে পশু যবেহ করে সে
জাহান্নামে যাবে। যেমন হাদিসে এসেছে- সালমান (রা.) থেকে

বর্ণিত এক ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে একটি মাছির কারণে। এ কথা শুনার পর লোকেরা জিজ্ঞেস করে এটা কীভাবে হবে? তিনি বললেন, দু ব্যক্তি একটি সম্প্রদায়ের মধ্য দিয়ে যাচ্ছিল। সে সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রচলিত নিয়ম যে তাদের কাছ দিয়ে যাবে তাকে তাদের প্রতিমার উদ্দেশ্যে কিছু উৎসর্গ করতে হবে।

একজনকে বলল, আমাদের এ প্রতিমার জন্য কিছু উৎসর্গ করো।

লোকটি উত্তর দিল- আমার কাছে তো এমন কিছু নেই যা আমি উৎসর্গ করতে পারি। তারা বলল একটি মাছি হলে করতে হবে সে ব্যক্তি একটি মাছি উৎসর্গ করল এবং জাহান্নামে গেল। পরে তারা দ্বিতীয় ব্যক্তিকে অনুরূপ কথা বলল। কিন্তু তিনি একটি মাছিও উৎসর্গ করল না। ফলে সে জান্নাতে প্রবেশ করল।

(আবু নাসিম আহমাদ)

কুরবানীর বিধান

কুরবানী বিধেয় হওয়ার ব্যাপারে সকল মুসলমান একমত কারো কোন দ্বিমত নেই। মুগনী, ১৩/৩৬০; ফতহুল বারী, ১০/৩) তবে কুরবানীর হুকুম কি ? ওয়াজিব না সুন্নাত এ বিষয়ে ইমাম ও ফকীহদের মাঝে দু'টা মত রয়েছে প্রথমত মত: কুরবানী ওয়াজিব। ইমাম আওয়ামী, ইমাম লাইস, ইমাম আবু হানীফা (রাহ.) প্রমুখর মত এটাই। আর ইমাম মালেক ও ইমাম আহমাদ (রাহ.) থেকে একটি মত বর্ণিত যে তারাও ওয়াজিব বলেছেন।

দ্বিতীয় মত: কুরবানী সুন্নাতে মুয়াক্কাদাহ। এটা অধিকাংশ উলামাদের মত। এবং ইমাম মালেক ও শাফেয়ী (রাহ.) এর প্রসিদ্ধ মত। কিন্তু এ মতের প্রবক্তারা আবার বলেছেন, 'সমর্থ থাকা অবস্থায় থাকা কুরবানী পরিত্যাগ করা মাকরুহ। যদি কোন জনপদের লাকেরা সমর্থ থাকা সত্ত্বে সিম্মিলিতভাবে কুরবানী পরিত্যাগ করে তবে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা হবে। কুরবানী হলো ইসলামের একটি শিয়ার বা মহান নিদর্শন (মহাম্মদ বিন উসাইমীন, আহকামুল উযহিয়াহ, পৃ. ২৬

যারা কুরবানী ওয়াজিব বলেন তাদের দলিলঃ

১. আল্লাহ তা'আলা নির্দেশ দিয়েছেন-

فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ

ফাসালিল লিরাব্বিকা ওয়ানহার।

"কাজেই তুমি তোমার প্রতিপালকের উদ্দেশ্যে নামায আদায় কর এবং কুরবানী কর,"
(সূরা কাওসার ১০৮ : আয়াত ২)

আর আল্লাহ রাব্বুল 'আলামিনের নির্দেশ পালন ওয়াজিব হয়ে থাকে।

২. রাসূলে কারীম (সা.) বলেছেন-

‘যে ব্যক্তি সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও কুরবানী করে না সে যেন আমাদের ঈদগাহের ধারে না আসে।’ (মসনাদ আহমাদ, ২/৩২১; হাকেম, ২/৩৮৯; ইবনে মাজাহ, হাদীস নং ৩১২৩; হাদিসটি হাসান।

যারা কুরবানী সুন্নাত বলেন তাদের দলিলঃ

১. রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন-

‘তোমাদের মাঝে যে কুরবানী করতে চায়, যিলহজ্জ মাসের চাঁদ দেখার পর সে যেন কুরবানী সম্পন্ন করার আগে তার কোন চুল ও নখ যেন না কাটে।’ (সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১৯৭৭)।

এ হাদিসে রাসূল (সা.) এর ‘যে কুরবানী করতে চায়’ কথা দ্বারা বুঝা যায় কুরবানী ওয়াজিব নয়।

২. রাসূল (সা.) তার উম্মতের মাঝে থেকে যারা কুরবানী করেনি তাদের পক্ষ থেকে কুরবানী করেছেন। তার এ কাজ দ্বারা বুঝে নেয়া যায় যে, কুরবানী ওয়াজিব নয়।

শাইখ ইবনে উসাইমীন (রাহ.) উভয় পক্ষের দলিল- প্রমাণ উল্লেখ করার পর বলেন, ‘এ সকল দলিল প্রমান পরস্পর বিরোধী নয়; বরং একটা অন্যটার সম্পূরক’ তাছাড়া, দু’ মতেরি দলিল প্রায় সমানভাবে বিলম্বিত। যাতে কোন একটার প্রতি পক্ষপাতিত্ব সহজ নয়। এ কারণে কিছু সংস্কারক ও চিন্তাবিদ উলামা কুরবান ওয়াজিব হওয়ার পক্ষে সমর্থন করেন। তাদের মাঝে শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমিয়াহ অন্যতম। তাবেঈন এবং ফকীহগণের মতে কুরবানী সুন্নাতে মুয়াক্কাদাহ

(তাকীদপ্রাপ্ত সুন্নাত)। অবশ্য মুসলিমের জন্য মধ্যপন্থা হচ্ছে সামর্থ্য অনুযায়ী কুরবানী ত্যাগ না করাই উচিত। উচিত নিজের ও পরিবার-পরিজনের তরফ থেকে কুরবানী করা। যাতে আল্লাহর আদেশ পালনে এবং মহানবী (সা.)- এর অনুকরণে বিরাট সওয়াবের অধিকারী হতে পারে।

কুরবানীর ফযীলত

(ক) কুরবানী দাতা নবী ইব্রাহীম (আ.) ও মুহাম্মদ (সা.)- এর আদর্শ বাস্তবায়ন করে থাকে।

(খ) পশুর রক্ত প্রবাহ করার মাধ্যমে আল্লাহ

রাব্বুল ‘আলামিনের নৈকট্য অর্জন করেন। যেমন আল্লাহ তা‘আলা বলেন-

لَنْ يَبَالَ اللَّهُ لِحُومِهَا وَلَا دِمَاءِهَا وَلَكِنْ يَبَالَ لَهَا التَّقْوَى مِنْكُمْ ۖ كَذَلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَيْكُمْ ۖ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ

লাই ইয়ানা-লাল্লা-হা লুহুমুহা-ওয়ালা-দিমাউহা-ওয়ালা-কিই ইয়ানা-লুহুততাকওয়ামিনকুম কাযা-লিকা ছাখখারাহা-লাকুম লিতুকাববিরল্লা-হা ‘আলা-মা-হাদা-কুম ওয়া বাশশিরিল মুহছিনীন।

"আল্লাহর কাছে ওগুলোর না গোশত পৌঁছে, আর না রক্ত পৌঁছে বরং তাঁর কাছে পৌঁছে তোমাদের তাকওয়া। এভাবে তিনি ওগুলোকে তোমাদের অধীন করে দিয়েছেন যাতে তোমরা আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা করতে পার এজন্য যে, তিনি তোমাদেরকে সঠিক পথ দেখিয়েছেন, কাজেই সৎকর্মশীলদেরকে তুমি সুসংবাদ দাও।"

(সূরা হজ্জ : আয়াত ৩৭)

(গ) পরিবার-পরিজন, আত্মীয়-স্বজন, পাড়া- প্রতিবেশী

অভাবীদের আনন্দ দান। আর এটা অন্য এক ধরনের আনন্দ যা কুরবানীর গোশতের পরিমাণ টাকা যদি আপনি তাদের সদকা করে দিতেন তাতে অর্জিত হত না।

টাকা সদকা করে দিলে কুরবানী আদায় হবে না।

কুরবানীর ফযীলত সম্পর্কে বর্ণিত কোন হাদীসই বিশুদ্ধভাবে প্রমাণিত নয়; বরং এ সম্পর্কে বর্ণিত সকল হাদিস যঈপ ও জাল। তারপরও কুরবানীর সময় নিকটবর্তী হলে ব্যাপক ভাবে এ হাদিস গুলোর ছড়াছড়ি দেখা যায়।

্(চ) কুরবানী বিশুদ্ধ হওয়ার শর্তাবলীঃ

কুরবানী করা আল্লাহর এক ইবাদত। আর কিতাব ও সুন্নাহ দ্বারা এ কথা প্রমাণিত যে, কোন আমল নরক, সালেহ বা ভাল হয় না,

কিংবা গৃহীত ও নৈকট্যদানকারী হয় না,যতক্ষণ না তাতে প্রাথমিকভাবে (যা অন্তরের সাথে সম্পৃক্ত) দু'টি শর্ত পূরণ হয়েছেঃ

প্রথমত: 'ইখলাস', অর্থাৎ তা যেন খাঁটি আল্লাহর উদ্দেশ্যেই হয়। আর তা না হলে তা আল্লাহর নিকটর কবুল হবে না। যেমন কাবীলের নিকট থেকে কুরবানী কবুল করা হয়নি এবং তার কারণ

হাবীল বলেছিলেন,

وَا تَلُّ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِأَلْحَقِّ ۖ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقْبِلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ ۚ قَالَ لَا قَبْلَكَ ۖ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ ۚ

ওয়াতলু'আলাইহিম নাবাআবনাই আ-দামা বিলহাক্ক । ইযকাররাবা-কুরবা-নান ফাতুকুবিলা মিন আহাদিহিমা-ওয়া লাম ইউতাকাব্বাল মিনাল আ-খারি কা-লা লাআকতুলাম্মাকা কা-লা ইল্লামা-ইয়াতাকাব্বালুন্না-হু মিনাল মুত্তাকীন ।

"আদামের দু'পুত্রের খবর তাদেরকে সঠিকভাবে জানিয়ে দাও। উভয়ে যখন একটি করে কুরবানী হাজির করেছিল তখন তাদের একজনের নিকট হতে কবুল করা হল। অন্যজনের নিকট হতে কবুল করা হল না। সে বলল, আমি তোমাকে অবশ্য অবশ্যই হত্যা করব। অন্যজন বলল, 'আল্লাহ কেবল মুত্তাকীদের কুরবানী কবুল করেন,"

(সূরা মায়িদাহ ৫ঃ আয়াত ২৭)

এ ব্যাপারে মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা বলেছেন-

Allah Subhanahu Wa Ta'ala says:

لَن يَبَالَ اللَّهُ لُحُومَهَا وَلَا دِمَاءَ وَهَآ وَلَكِن يَبَا لَهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ ۖ كَذَٰلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَيْكُمْ ۖ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ ۚ

লাই ইয়ানা-লাল্লা-হা লুহুমুহা-ওয়ালা-দিমাউহা-ওয়ালা-কিই ইয়ানা-লুহুততাকওয়ামিনকুম কাযা-লিকা ছাখখারাহা-লাকুম লিতুকাববিরুন্না-হা 'আলা-মা-হাদা-কুম ওয়া বাশশিরিল মুহছিনীন ।

"আল্লাহর কাছে ওগুলোর না গোশত পৌঁছে, আর না রক্ত পৌঁছে বরং তাঁর কাছে পৌঁছে তোমাদের তাকওয়া। এভাবে তিনি ওগুলোকে তোমাদের অধীন করে দিয়েছেন যাতে তোমরা আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা করতে পার এজন্য যে, তিনি তোমাদেরকে সঠিক পথ দেখিয়েছেন, কাজেই সৎকর্মশীলদেরকে তুমি সুসংবাদ দাও।"

(সূরা হাজ্জ ২২ঃ আয়াত ৩৭)

দ্বিতীয়তঃ তা যেন আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সা.)-এর নির্দেশিত
বিধি-বিধান অনুযায়ী হয়। আল্লাহ তা‘আলা বলেছেন-

قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمُ إِلَهُ وَاحِدٌ ۚ فَمَن كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ
عَمَلًا صَادِقًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا

কুল ইনামাআনা-বাশারুম মিছলুকুম ইউহাইলাইইয়া আনামাইলা-হুকুম ইলা-হুওঁ ওয়া-হিদুন
ফামান কা-না ইয়ারজুলিকাআ রাব্বিহী ফালইয়া‘মাল ‘আমালান সালিহাওঁ ওয়ালা-ইউশরিক
বি‘ইবা-দাতি রাব্বিহীআহাদা-।

"বল, ‘আমি তোমাদেরই মত একজন মানুষ, আমার নিকট ওয়াহী করা হয় যে, তোমাদের
ইলাহ কেবল এক ইলাহ। কাজেই যে ব্যক্তি তার প্রতিপালকের সঙ্গে সাক্ষাতের আশা করে,
সে যেন সৎ ‘আমাল করে আর তার প্রতিপালকের ‘ইবাদাতে কাউকে শরীক না করে।’"
(সূরা কাহফ ১৮ঃ আয়াত ১১০)

সুতরাং যারা কেবল বেশী করে গোশত খাওয়ার উদ্দেশ্যে কুরবানী
দেয় অথবা লোক সমাজে নাম কুড়াবার উদ্দেশ্যে মোটাতাজা
অতিরিক্ত মূল্যের পশু ক্রয় করে
থাকে তাদের কুরবানী যে ইবাদত নয়- তা বলাই বাহুল্য।
গোশত খাওয়ার উদ্দেশ্য থাকে বলেই একই মূল্যের একটি পূর্ণ পশু কুরবানী না করে একটি
ভাগ দিয়ে থাকে। ফলে একটি ছাগল দিলে দু‘দিনই শেষ হয়ে যাবে। লােকেরা ছেলে-মেয়েরা
খাবে, আর আমার ছেলে-মেয়েরা তাকিয়ে দেখবে? উদ্দেশ্য সুস্পষ্ট।
তবে, বাহ্যিকভাবে কুরবানী শুদ্ধ হওয়ার কিছু শর্ত আছে।
(১) এমন পশু কুরবানী দিতে হবে যা কুরআনে নির্দেশ দিয়েছে। অর্থাৎ কুরবানীর পশু যেন
সেই শ্রেণী
ও বয়সের হয় যা শরীয়ত নির্ধারিত করে দিয়েছে। সেগুলো হলো
মহিষ, ছাগল, ভেড়া, দুগ্ধ। কুরআনের ভাষায় বলা হয় ‘বাহীমাতুল আন‘আম।’ যেমন এরশাদ
হয়েছে-

Allah Subhanahu Wa Ta'ala says:

وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِّيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُمْ مِّنْ بَهِيمَةٍ ۚ أَلَا نَعْلَمُ ۚ فَا لَهُكُمْ إِلَهُ وَاحِدٌ
جَدُّ فَلَهُ اسْلُمُوا ۚ وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ ۚ

ওয়া লিকুল্লি উম্মাতিন জা‘আলনা-মানছাকাল লিইয়ায়কুরুছমাল্লা-হি ‘আলা-মা-রাঝাকাহম মিম বাহীমাতিল আন‘আ-ম ফাইলা-হুকুম ইলা-হুওঁ ওয়া-হিদুন ফালাহুআছলিমু ওয়া বাশশিরিল মুখবিতীন।

"আমি প্রতিটি সম্প্রদায়ের জন্য (কুরবানীর) নিয়ম করে দিয়েছি। তাদেরকে চতুষ্পদ জন্তু হতে যে রিয়ক দেয়া হয়েছে সেগুলোর উপর তারা যেন আল্লাহর নাম উচ্চারণ করে, (এই বিভিন্ন নিয়ম-পদ্ধতির মূল লক্ষ্য কিন্তু এক- আল্লাহর নির্দেশ পালন), কারণ তোমাদের উপাস্য একমাত্র উপাস্য, কাজেই তাঁর কাছেই আত্মসমর্পণ কর আর সুসংবাদ দাও সেই বিনীতদেরকে-"

(সূরা হজ্জ ২২: আয়াত ৩৪)

হাদিসে এসেছে-

‘তোমরা অবশ্য নির্দিষ্ট বয়সের পশু কুরবানী করবে। তবে তা তোমাদের জন্য দুধের হলে ছয় মাসের মেষ- শাবক কুরবানী করতে পার।’ [মুসলিম, হাদীস নং ১৯৬৩]।

আর আল্লাহর রাসূল (সা.) উট, গরু,মহিষ, ছাগল, ভেড়া, ছাড়া অন্য পশু কুরবানী করেন নি এবং বলেননি। মালিক (রহ.) এর মতে কুরবানীর জন্য সর্বোত্তম জন্তু হলো শিংওয়ালা সাদা-কালো দুগ্ধ। কারণ রাসূলে কারীম (সা.) এ ধরনের দুগ্ধ কুরবানী করেছেন বলে সহীহ বুখারী ও মুসলিমের হাদিসে এসেছে। অধিকাংশ উলামাদের মতে, সবেচেয়ে উত্তম কুরবানীর পশু হলো উট, অতঃপর গরু, তারপর মেষ বা ভেড়া তারপর ছাগল। আবার নর মেষ মাদী মেষ অপেক্ষায় উত্তম।

যেহেতু এ সম্পর্কে দলীল বর্ণিত হয়েছে। (আযওয়াউল বায়ান ৫/৬৩৪)।

একটি উট ও গরু-মহিষে সাত ব্যক্তি কুরবাসীর জন্য শরিক হতে পারে। (সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১৩১৮) অন্য এক বর্ণনা মতে

উট কুরবানীতে দশ ব্যক্তির কথা

বলেন, হজ্জের কুরবানীতে দশ এবং সাধারণ কুরবানীতে সাত ব্যক্তি শরীক হওয়াটাই সঠিক।(নায়লুর আওত্বার ৮/১২৬)

কিন্তু মেষ বা ছাগলে ভাগাভাগি বৈধ নয়। তবে সওয়াবে একাধিক ব্যক্তিকে শরীক করা যাবে। সুতরাং একটি পরিবারের তরফ থেকে মাত্র একটি মেষ বা ছাগল যথেষ্ট হবে। তাতে সে পরিবারের সদস্য সংখ্যা যতই হোক না কেন। এ বিধানটি সফরের অবস্থায় ও প্রযোজ্য।
গুণগত দিক হতে উত্তম হলো অধিক গোশত সম্পন্ন, নিখুঁত, দেখতে সুন্দর হওয়া।

(২) শরীয়তের দৃষ্টিতে কুরবানীর পশুর বয়সের দিকে খেয়াল রাখা জরুরী। উট পাঁচ বছরের হতে হবে, গরু বা মহিষ দু'বছরের হতে হবে। ছাগল, ভেড়া, দুগ্ধ হতে হবে এক বছর বয়সের। অবশ্য অসুবিধার ক্ষেত্রে ছয় মাস বয়সী মেষ কোরবানী করা যায়। প্রিয় নবী (সা.) বলেন, 'দাতালো ছাড়া যবেহ করো না। তবে তা দুধের হলে ছয় মাসের মেষ যবেহ কর।' (সহী মুসলিম, হাদীস নং ১৯৬৩) কিন্তু উলামাগণ এ বিষয়ে একমত যে ছ'মাস বয়সী মেষের কুরবানী সিদ্ধ হবে; তা ছাড়া অন্য পশু পাওয়া যাক অথবা না যাক। অধিকাংশ উলামাগণ ঐ হাদীসে আদেশকে 'ইস্তিহাব' (উত্তম) বলে গ্রহণ করেছেন এবং বলেছেন যে ঐ হাদীসের মর্মার্থ এটা নয় যে অন্য কুরবানীর পশু পাওয়া গেলে তবেই ছ'মাস বয়সের মেস শাবকের কুরবানী বৈধ।

(৩) কুরবানীর পশু যাবতীয় দোষ ত্রুটি মুক্ত হতে হবে। যেমন হাদিসে এসেছে-

সাহাবী বারা ইবনে আয়েব (রা.) থেকে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (সা.) আমাদের মাঝে দাঁড়ালেন তারপর বললেন : চার ধরনের পশু , যা দিয়ে কুরবানী জায়েয হবে না। অন্ধ যার অন্ধত্ব স্পষ্ট , রোগাক্রান্ত; যার রোগ স্পষ্ট , পঙ্গু; যার পঙ্গুত্ব স্পষ্ট এবং আহত; যার কোন অঙ্গন ভেঙ্গে গেছে। নাসাঈ'র বর্ণনায় আহত শব্দের স্থলে 'পাগল' উল্লেখ আছে। (তিরমিজি-১৫৪৬; নাসাঈ' ৪৩৭১; আবূদাউদ; হাদিসটি সহীহ)

অতএব এ চারের কোন এক পশু ত্রুটিযুক্ত পশু দ্বারা কুরবানী সহী হয় না। ইবনে কুদামাহ বলেন, 'এ বিষয়ে কোন মতভেদ আছে কিনা তা আমরা জানি না।' (মুগনী, ১৩/৩৬৯)
ত্রুটিগুলোর বিস্তারিত ব্যাখ্যাঃ

১.স্পষ্ট কানা (এক চোখ অন্ধ): যে পশুর একটি চোখ অন্ধ হয়ে গেছে অথবা বেরিয়ে আছে। দৃষ্টিহীন হলে তো অধিক ত্রুটি হবে। তবে যে পশুটির চক্ষু সাদা হয়ে গেছে, কিন্তু নষ্ট হয়নি তাদের কুরবানী সিদ্ধ হবে। কারণ, তা স্পষ্ট কানা নয়।

২.স্পষ্ট রাগের রোগা: যে পশুর উপর রাগের চিহ্ন প্রকাশিত। যেটি চরতে অথবা খেতে পারে না; যার দরুন দুর্বলতা ও মাংসবিকৃতি হয়ে থাকে। অনুরূপভাবে, চর্ম রোগও একটি ব্যাধি যার কারণে চর্বি ও মাংস খারাপ হয়ে থাকে।

৩.দুরারোগ্য ভগ্নপদ।

৪.দুর্বলতা ও বার্ধ্যকের কারনে যার চর্বি ও মজ্জা নষ্ট বা শুষ্ক হয়ে গিয়েছে।

খাত্তাবী (রাহ.) বলেন, হাদীসে এ কথার দলীল রয়েছে যে, কুরবানীর পশুতে স্পষ্ট খঞ্জ' অতএব ঐ ত্রুটির সামান্য অংশ অস্পষ্ট হবে এবং তা মাজনীয় ও অধর্তব্য হবে(মুআলিমুন সুনান ৪/১০৬)।

যে ত্রুটিযুক্ত পশুর কুরবানী মাকরুহ হবে তা হলো:

• কান কাটা বা শিং ভাঙা :

এ ত্রুটিযুক্ত পশু মাকরুহ কিন্তু কুরবানী হয়ে যাবে।

কারণ, এতে মাংসের কোন ক্ষতি বা কম হয় না এবং সাধারণ

এমন ত্রুটি পশুর মধ্যে বেশী পরিলক্ষিত হয়ে থাকে কিন্তু জন্ম থেকে হলে মাকরুহ নয়। অবশ্য পূর্ণাঙ্গ পশুই উত্তম।

লেজ কাটা:

যে পশুর পূর্ণ বা কিছু অংশ লেজ কাটা গেছে তার কুরবানী মাকরুহ। ভেড়ার পুচ্ছে মাংসপিণ্ড কাটা থাকলে তার কুরবানী সিদ্ধ নয়। যেহেতু তা এক স্পষ্ট দাগ এবং সামান্য অংশ। এমন জাতের

ভেড়া যার পশ্চাতে মাংসপিণ্ড হয় না তার দ্বারা কুরবানী শুদ্ধ।

• কান চিরা, দৈঘ্যে চিরা পশ্চাৎ থেকে চিরা, সম্মুখ থেকে প্রস্তু চিরা, কান ফাটা ইত্যাদি

- লিঙ্গ কাটা। অবশ্য অভ্যর্থনা কাটা মাকরুহ নয়। যেহেতু খাসীর দেহ হৃষ্টপুষ্ট ও মাংস উৎকৃষ্ট হয়।
- দাঁত ভাঙ্গা ও চামড়ার কোন অংশ অগভীর কাটা বা চিরা ইত্যাদি।

(৪) যে পশুটি কুরবানী করা হবে তার উপর কুরবানী দাতার পূর্ণ মালিকানা সত্ত্ব থাকতে হবে। অর্থাৎ কুরবানী দাতা যাতে ঐ পশুর মালিক হয়। সুতরাং চুরি কর্তৃক করা পশু বা পথে পাওয়া, আত্মসাৎকৃত, বন্দকী পশু ক্রয়-বিক্রয়েকৃত পশু দ্বারা কুরবানী আদায় হবে না। একই ভাবে অবৈধ মূল্য যেমন : সুদ, ঘুষ দ্বারা ক্রীত পশু দ্বারা কুরবানী জায়েজ নয়। রাসূল (সা.) বলেন, 'আল্লাহ পবিত্র তিনি পবিত্র ব্যতীত কোন কিছু গ্রহণ করেন না।' (সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১০১৫)।

কুরবানীর পশু নির্ধারণে মুসলিম সবিশেষ যত্নবান হওয়া উচিত যাতে পশু সর্বগুণে সম্পূর্ণ হয়। যেহেতু এটা আল্লাহ নিদর্শন ও তা'যীমযোগ্য দ্বীনি প্রতীক সমূহের অন্যতম যা আত্মসংযম ও তাকওয়ার পরিচায়ক। আল্লাহ তা'আলা বলেন-

Allah Subhanahu Wa Ta'ala says:

ذَٰلِكَ وَمَنْ يُعْظَمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ

যা-লিকা ওয়া মাই ইউ'আজজিম শা'আইরাল্লা-হি ফাইন্নাহা-মিন তাকওয়াল কুলুব।

"এই (তার অবস্থা), আর যে কেউ আল্লাহর নিদর্শনগুলোকে সম্মান করবে সে তো তার অন্তরস্থিত আল্লাহ-ভীতি থেকেই তা করবে।"

(সূরা হাজ্জ ২২ঃ আয়াত ৩২)

আল্লাহ আরও বলেন-

وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ ۖ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوًّا فً ۖ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطِيعُوا أَمْرَ اللَّهِ وَآمْرَ رَسُولِهِ ۚ كَذَٰلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

ওয়ালবুদনা জা'আলনা-হা-লাকুম মিন শা'আইরিল্লা-হি লাকুম ফীহা-খাইরুন ফাযকরুহা মা'ল্লা-হি 'আলাইহা-সাওয়াফফা ফাইয়া-ওয়াজাবাত জুনুবুহা-ফাকুলূ মিনহা-ওয়া আত'ইমুল কা-নি'আ ওয়াল মু'তাররা কাযা-লিকা ছাখখারনা-হা-লাকুম লা'আল্লাকুম তাশকুরুন।

"আর (কুরবানীর) উটগুলোকে আমি করেছি আল্লাহর নিদর্শনসমূহের অন্যতম। তাতে তোমাদের জন্য কল্যাণ আছে, কাজেই সারিবদ্ধভাবে দাঁড়ানো অবস্থায় ওগুলোর উপর তোমরা আল্লাহর নাম উচ্চারণ কর। যখন তা পার্শ্বভরে পড়ে যায়, তখন তাথেকে খাও আর যারা (ভিক্ষে না ক'রে) পরিতৃপ্ত থাকে তাদেরকে আর যারা কাকুতি মিনতি ক'রে যাচ্ছিল করে তাদেরকেও খাওয়াও। এভাবে আমি ওগুলোকে তোমাদের অধীন করে দিয়েছি যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর।"

(সূরা হাজ্জ্ব ২২ঃ আয়াত ৩৬)

এখানে কুরবানী পশুর ত'যীম হবে তা উত্তম নির্বাচনের মাধ্যমে ইবনে আব্বাস (রা.) প্রথম আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, কুরবানীর পশুর সম্মান করার অর্থ হলো, পুষ্ট,মাংস,সুন্দর ও বড় পশু নির্বাচন করা' (তাফসীর ইবনু কাসীর ৩৬/২২৯)।

রাসূল (সা.) এর যুগে মুসলিমগণ দামী পশু ক্রয় করতেন, মোটা-তাজা এবং উত্তম পশু বাছাই করে

আল্লাহর নিদর্শনাবলীর ত'যীম ঘোষণা করতেন। যা একমাত্র তাদের তাকওয়া, আল্লাহর প্রতি ভীতি ও ভালবাসা থেকে উদগত হতো। (ফতহুল বারী, ১০/৯)

কালো রঙ অপেক্ষা ধূসর রঙের পশু অধিক উত্তম। রাসূল (সা.) বলেন, 'কালো রঙের দু'টি কুরবানী অপেক্ষা ধূসর রঙের একটি কুরবানী আল্লাহর নিকট অধিকতর পছন্দনীয়।' (আহমাদ, হাকীম সিলসিলাহ সহীহাহ, হাদীস নং ১৮৬১)

সুতরাং কুরবানীর পশু ক্রয়ের

সময়ে দেখা ও তার বয়সের দিকে খেয়াল রাখা উচিত। যেহেতু পশু যত নিখুঁত হবে তত আল্লাহর নিকট প্রিয় হবে, সওয়াবও খুব বড় হবে এবং কুরবানীদাতার আন্তরিক তাকওয়ার পরিচায়ক হবে।

কারণ আল্লাহ বলেন-

لَنْ يَنَالَ اللَّهُ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤها وَلَكِنَّ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ ۚ كَذَلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ ۚ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ

লাইঁ ইয়ানা-লাল্লা-হা লুহুমুহা-ওয়ালা-দিমাউহা-ওয়ালা-কিহঁ ইয়ানা-লুহুততাকওয়ামিনকুম কাযা-লিকা ছাখখারাহা-লাকুম লিতুকাববিরুল্লা-হা 'আলা-মা-হাদা-কুম ওয়া বাশশিরিল মুহছিনীন।

"আল্লাহর কাছে ওগুলোর না গোশত পোঁছে, আর না রক্ত পোঁছে বরং তাঁর কাছে পোঁছে তোমাদের তাকওয়া। এভাবে তিনি ওগুলোকে তোমাদের অধীন করে দিয়েছেন যাতে তোমরা আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা করতে পার এজন্য যে, তিনি তোমাদেরকে সঠিক পথ দেখিয়েছেন, কাজেই সৎকর্মশীলদেরকে তুমি সুসংবাদ দাও।"

(সূরা হাজ্জ্ব ২২ঃ আয়াত ৩৭)

কুরবানীর নিয়ামাবলী

কুরবানীর পশু কুরবানীর জন্য নির্দিষ্ট করা

কুরবানীর জন্য পশু পূর্বেই নির্ধারন করা।এর জন্য নিমোক্ত দু'টো পদ্ধতির একটি নেয়া যেতে পারে।

১.মুখের উচ্চারণ দ্বারা নির্ধারণ করা

২.কাজের মাধ্যমে নির্দিষ্ট করা যায় যেমন পশু ক্রয় করল অথবা কুরবানীর নিয়তে যবেহ করল।

যখন পশু কুরবানীর জন্য নির্দিষ্ট করা হলো তখন কিছু বিষয় কার্যকর করা দরকার।

প্রথমত: এ পশু কুরবানী ছাড়া অন্য কাজে ব্যবহার করা যাবে না, দান করা যাবে না, বিক্রি করা যাবে না। যেহেতু তা আল্লাহর জন্য নির্দিষ্ট হয়েছে তার ক্রয়--বিক্রয় বৈধ নয়।

দ্বিতীয়ত: যদি পশুর মালিক ইত্তিকাল করেন তাহলে ওয়ারিশদের দায়িত্ব হলো এ কুরবানী বাস্তবায়ন করা। বরং তার ওয়ারিশগণ তা যবেহ করবে নিজেরা খাবে, দান করবে উপটৌকন দিবে।

তৃতীয়ত: এ পশুর থেকে কোন ধরনের উপকার ভোগ করা যাবে

না। যেমন- দুধ বিক্রি করতে পারবে না, কৃষিকাজে ব্যবহার করতে পারবে না, সওয়ারি হিসেবে ব্যবহার করা যাবে না। যদি পশম আলাদা করে তবে তা সদকা করে দিতে হবে।

চতুর্থত: কুরবানী দাতার অবহেলা বা অযত্নের কারণে যদি দোষযুক্ত হয়ে পড়ে বা চুরি হয়ে যায় বা হারিয়ে যায় তাহলে তার চেয়ে ভাল বা অনুরূপ পশু কিনে কুরবানী দিতে হবে।

পনঞমত: যদি পশুচুরি হয়ে যায় বা হারিয়ে যায় তাহলে কুরবানীদাতার সামর্থ্য অনুযায়ী পশু ক্রয় করে কুরবানী কবরে।

ষষ্ঠত: কুরবানীর পশুর কোন অংশ(মাংস,তেল,চর্বি,চামড়া দরি ইত্যাদি) বিক্রয় করা বৈধ হবে না। কারণ, তা আল্লাহর উদ্দেশ্যে

নিবেদিত বস্তু, তাই কোন কারণে পুনরায় তা নিজের বস্তু হিসেবে

ফিরিয়ে আনা বৈধ নয়। তদরূপভাবে

কসাইকে পারিশ্রমিক দেওয়া বৈধ নয় যেহেতু সেটাও এক প্রকার বিনিময় যা ক্রয়-বিক্রয়ের মতো। (সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১৬৩০; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১৩১৭) অবশ্য কসাই গরীব হলে দান হিসেবে দেয়া যাবে। তবে উত্তম হচ্ছে তার মজুরী আগে মিটিয়ে দেবে এবং পরে কিছু দান বা হাদিয়া দেবে, যাতে কোন সন্দেহ ও গোলযোগই অবশিষ্ট না থাকে। (ফতহুল বারী, ৩/৫৫৬)

সপ্তমত: পশু ক্রয় করার পর যদি বাচ্চা হয়, তাহলে সাথে তাকেও কুরবানী করতে হবে।

(তিরমিযী, হাদীস নং ১৫০৩) এবং এর পূর্বে ঐ পশুর দুধ খাওয়া যাবে, তবে শর্ত

হলো, যেন ঐ বাচ্চা ক্ষতিগ্রস্ত না হয় এবং তার প্রয়োজনের অতিরিক্ত না হয়। (বাইহাকী, ৯/২৮৮; আল-মুমত, ৭/৫১০)।

কুরবানীর ওয়াক্ত বা সময়

কুরবানী নির্দিষ্ট ওয়াক্ত বা সময়ের সাথে সম্পৃক্ত একটি ইবাদত। এ

সময়ের পূর্বে যেমন কুরবানী

আদায় হবে না পরে হলেও আদায় হবে না। অবশ্য কাজা হিসেবে আদায় করলে অন্য কথা।

যারা ঈদের সালাত আদায় করবেন তাদের জন্য কুরবানীর সময় শুরু হবে ঈদের সালাত আদায় করার পর থেকে। যদি ঈদের সালাত আদায়ের পূর্বে কুরবানী করে তবে কুরবানী আদায় হবে না।

সালাত শেষ হওয়ার সাথে সাথে কুরবানীর পশু যবেহ না করে সালাতের খুতবা দুটি শেষ হওয়ার পর যবেহ করা ভাল। কেননা,
রাসূলুল্লাহ (সা.) এ রকম করেছেন। হাদিসে এসেছে-

সাহাবী জুনদাব ইবনে সুফিয়ান আল-বাজালী (রা.) বলেছেন, নবী কারীম (সা.) কুরবানীর দিন সালাত আদায় করলেন অতঃপর খুতবা দিলেন তারপর পশু যবেহ করলেন। (সহীহ বুখারী, হাদিস নং ৯৮৫)

জুনদাব ইবনে সুফিয়ান বলেন, আমি কুরবানীর দিন নবী কারীম (সা.) এর সাথে ছিলাম। তিনি বলেন, যে ব্যক্তি সালাতের পূর্বে যবেহ করেছে সে যেন আবার অন্য স্থানে যবেহ করে, আর যে যবেহ করেনি সে যেন যবেহ করে। (বুখারী, হাদীস নং ৫৫৬২)

আর কুরবানীর সময় শেষ হবে যিলহজ্জ মাসের তেরো তারিখের সূর্যাস্তের সাথে সাথে।

প্রথমত: আল্লাহ রাসূল 'আলামীন বলেন-

لَيُشْهَدُوا مِنَّا فَعَلَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي آيَاتٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةٍ إِلَّا نَعَامٌ
فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ

লিইয়াশহাদূমানা-ফি‘আ লাহ্‌ম ওয়া ইয়াযকুরুছ্‌মাল্লা-হি ফীআইইয়া-মিম মা‘লূমা-তিন ‘আলা-মা-রাঝাকাহ্‌ম মিম বাহীমাতিল আন‘আ-মি ফাকুলূমিনহা-ওয়াআত‘ইমুল বাইছাল ফাকীর।

"যাতে তারা তাদের জন্য (এখানে রাখা দুনিয়া ও আখিরাতের) কল্যাণগুলো প্রত্যক্ষ করতে পারে আর তিনি তাদেরকে চতুষ্পদ জন্তু হতে যে রিয়ক দান করেছেন, নির্দিষ্ট দিনগুলোতে তার উপর আল্লাহর নাম উচ্চারণ করতে পারে। কাজেই তোমরা (নিজেরা) তাথেকে খাও আর দুঃস্থ অভাবীদের খাওয়াও।"

(সূরা হাজ্জ্ব ২২ঃ আয়াত ২৮)

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় ইমাম বুখারী (রাহ.) বলেন ইবনে আব্বাস (রা.) বলেছেন: ‘এ আয়াতে নির্দিষ্ট দিনগুলো বলতে বুঝায়

কুরবানীর দিন ও তার পরবর্তী তিন দিন ফাতহুল বারী ২/৫৬১)

অতএব এ দিনগুলো আল্লাহ তা‘আলা কুরবানীর জন্য নির্ধারণ করেছেন।

দ্বিতীয়ত: রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন-

‘আইয়্যামে তাশরীকের প্রতিদিন যবেহ করা যায়।’ (আহমদ-৪/৪২, হাদিসটি সহীহ)।

আইয়্যামে তাশরীক বলতে কুরবানীর পরবর্তী তিন দিনকে বুঝায়।

তৃতীয়ত: কুরবানীর পরবর্তী তিন দিন সাওম জায়েজ নেই এ দ্বারা বুঝে নেয়া যায় যে এ তিন দিনে কুরবানী করা যাবে।

চতুর্থত: রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, ‘আইয়্যামে তাশরীক হলো খাওয়া, পান করা ও আল্লাহর যিকির করার দিন।’

পঞ্চমত: সাহাবায়ে কেরামের আমল দ্বারা প্রমাণিত হয়, কুরবানীর

পরবর্তী তিন দিন কুরবানীর পশু যবেহ করা যায়।

ইবনুল কায়্যিম (রাহ.) বলেন, আলী ইবনে আবি তালেব (রা.) বলেছেন, ‘কুরবানীর দিন হলো ঈদুল আযহার দিন ও তার পরবর্তী তিন দিন’ অধিকাংশ ইমাম ও আলেমদের একই মত। যারা বলেন, কুরবানীর দিন হলো মোট তিন দিন -যিলহজ্জ্ব মাসের দশ, এগারো ও বার তারিখ এবং বার তারিখের পর যবেহ করলে

কুরবানী হবে না, তাদের কথার সমর্থনে কোন প্রমাণ নেই ও

মুসলিমদের ঐক্যমত(ইজমা) প্রতিষ্ঠিত হয়নি (যাদুল মা‘আদ ২/৩১৯)।

মৃত ব্যক্তিদের পক্ষ হতে কুরবানী

মূলত কুরবানী যথাসময়ে জীবিত ব্যক্তিদের পক্ষ থেকে করাই বাঞ্ছনীয়। অবশ্য ইচ্ছা করলে তার সওয়াবে মৃত-জীবিত আত্মীয়-স্বজনকেও শরীক করতে পারে। যেহেতু আমরা দেখি রাসূলুল্লাহ (সা.) ও তাঁর সাহাবাগণ নিজেদের এবং পরিবার-পরিজনদের তরফ থেকে কুরবানী করতেন। মৃত ব্যক্তিদের জন্য কুরবানী করা জায়েয ও একটি সাওয়াবের কাজ। কুরবানী একটি সাদকা। আর মৃত ব্যক্তিদের জন্য যেমন সাদকা করা যায় তেমনি তার নামে কুরবানীও দেয়া যায়। মৃতব্যক্তি উপকৃত হবে ইনশাআল্লাহ। উপরন্তু, মৃতব্যক্তি এ ধরনের পূর্ণকর্মের মুখাপেক্ষি ও থাকে। যেমন, এ বিষয়ে হাদীসে এসেছে-

আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (সাঃ) নিকট এসে জিজ্ঞেস করল ‘হে রাসূল! আমার মা হঠাৎ ইন্তেকাল করেছেন। কোন অসিয়ত করে যেতে পারেননি। আমার মনে হয় তিনি কোন কথা বলতে পারলে অসিয়ত করে যেতেন। আমি যদি এখন তার পক্ষ থেকে সাদকা করি তাতে কি তার সওয়াব হবে? তিনি উত্তর দিলেন, হ্যাঁ। (সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১৩৩৮; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১০০৪)।

মৃত ব্যক্তির জন্য এধরনের কল্যানমূলক কাজ যেমন প্রয়োজন ও তেমনি তার জন্য উপকারী। মোটকথা, সুষ্ঠুভাবে অসীয়াত কার্যকর করা যাতে মৃত অসীয়াতকারীর উপকার লাভ হয় এবং তারই যথার্থ প্রয়াস করা। উল্লেখ্য যে রাসূল (সাঃ) কতৃক আলী (রা.) কে কুরবানীর অসিয়ত করার হাদীসটি যঈফ। (যঈফ দাউদ, হাদীস নং ৫৯৬; যঈফ তরিমিজী, হাদীস নং ২৫৫; যঈফ ইবনু মাজাহ, হাদীস নং ৬৭২; মিশকাত, হাদীস নং ১৪৬২)

তবে একটি কথা মনে রাখতে হবে যে, একটি কুরবানীকে নিজের তরফ থেকে না দিয়ে কেবলমাত্র মৃতের জন্য নির্দিষ্ট করা ঠিক নয় এবং এতে আল্লাহ তা‘আলার সীমাহীন করণা থেকে বঞ্চিত হওয়া উচিত নয়। বরং উচিত হচ্ছে, নিজের নামের সাথে জীবিত-মৃত আত্মীয় পরিজনকে কুরবানীর নিয়তে সামিল করা।

আল্লাহর নবী (সা.) কুরবানী যবেহ করার সময় বলেছেন, ‘হে আল্লাহ! এ (কুরবানী) মুহাম্মদের তরফ থেকে এবং মুহাম্মদের বংশধরের তরফ থেকে।’ সুতরাং তিনি নিজের নাম প্রথমে নিয়েছেন এবং সেই সঙ্গে বংশধরদেরকেও তার সওয়াবে শরীক করেছে।

রাসূল (সা.)-এর তরফ থেকে কুরবানীঃ

তিরমিযী ও আবু দাউদে আলী (রা.) বর্ণিত যঈফ হাদীসে আছে যে, তিনি রাসূল (সা.) এর পক্ষ থেকে কুরবানী করতেন।

তাকে এর কারণ জিজ্ঞাসা করা হলে বলেন- রাসূল (সা.) ঐ কুরবানী দেওয়ার জন্য অসিয়ত করে গেছেন

(যঈফ আবু দাউদ, হাদীস নং ৫৯৬; যঈফ তিরমিযী, হাদীস ২৫৫; যঈফ ইবনু মাজাহ, হাদীস নং ৬৭২; মিশকাত, হাদীস নং

১৪৬২ এর টীকা দ্রঃ)

রাসূল মুহাম্মদ (সা.) তার উম্মতের পক্ষ থেকে ইসালে-সওয়াবের মুখাপেক্ষী নন।

অংশীদারির ভিত্তিতে কুরবানী করাঃ

অংশীদারির ভিত্তিতে কুরবানী করাকে ‘ভাগে কুরবানী দেয়া’ বলা

হয়। ভেড়া, দুগ্ধা, ছাগল দ্বারা এক পরিবারের পক্ষ থেকে একটি কুরবানী করতে পারবেন।

আর উট,গরু,মহিষ দ্বারা ৭জনের

নাম সাতটি পশু কুরবানী করা যাবে। তবে অংশীদারি ভিত্তিতে

কুরবানী করার দুটি পদ্ধতি হতে পারে-

১. সওয়াবের ক্ষেত্রে অংশীদার হওয়া। যেমন-কয়েক জন মুসলিম মিলে একটি বকরি ক্রয় করল। অতঃপর একজনকে ঐ বকরির মালিক বানিয়ে দিল। বকরির মালিক বকরিটি কুরবানী করল। যে ক’জন মিলে বকরি খরিদ করেছিল সকলে সওয়াবের অংশীদার হলো।

২. মালিকানার অংশীদারির ভিত্তিতে কুরবানী। দু’জন বা ততোধিক ব্যক্তি

অংশীদার হিসেবে কুরবানী করল। এ অবস্থায় কুরবানী শুদ্ধ হবে না। অবশ্য , গরু ও মহিষের ক্ষেত্রে এ পদ্ধতি জায়েয কি নাজায়েয অর্থাৎ উট বা গরু এক সপ্তমাংশ একটি পরিবারের

তরফ থেকে যথেষ্ট হবে কি? - সে বিষয়ে মতবিরোধ রয়েছে। কেউ বলেন, যথেষ্ট নয়। কারণ, তাতে ৭ জনের অধিক ব্যক্তির

তরফ থেকে একটি পূর্ণ ‘দম’ (জান) যথেষ্ট হবে। আর ৭ ভাগের ১ ভাগ পূর্ণ ‘দম’ নয়। (ফাতাওয়া শাইখ মুহাম্মদ বিন ইবরাহীম, ৬/১৪৯)।

অনেকের মতে একটি মেষ বা ছাগলের মতই এক সপ্তমাংশ উট বা গরু যথেষ্ট হবে। (শুমাইমিরী মাজালিসু আশির যিলহজ্জাহ ২৬; আল-মুমতে’ ইবনে উসাইমীন, ৭/৪৬২-৪৬৩)।

মূলত এ বিষয়টিকে কেন্দ্র করে উলামাগণ দু’ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়েছেন।

১ম পক্ষ: মুসাফির ও মুক্কীম উভয় অবস্থায় ১টি উট বা গরু বা মহিষ ৭ জন বা ৭টি পরিবারের পক্ষ থেকে কুরবানী করাকে যথেষ্ট মনে করেন।

২য় পক্ষ: মুসাফির অবস্থায় উট বা গরু বা মহিষে ৭ জন বা ৭ জনের পক্ষ থেকে কুরবানী করাকে যথেষ্ট মনে করেন। কিন্তু এ পক্ষ মুক্কীম উভয় অবস্থায় ১টি উট বা গরু বা মহিষে ৭ পরিবারের পক্ষ থেকে কুরবানী করাকে যথেষ্ট মনে করেন না।

এদের মতানুযায়ী, মুক্কীম অবস্থায় একটি পরিবারের পক্ষ থেকে একটি পশুই কুরবানী করতে হবে।

(খ) কুরবানীতে শরীক হওয়া:

• আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রা.) বলেন, ‘আমরা রাসূল (সা.)-এর সাথে এক সফরে ছিলাম। এমতাবস্থায় কুরবানীর ঈদ উপস্থিত হলো। তখন আমরা সাতজনে

একটি গরু ও দশজনে একটি উট শরীক হলাম (তিরমিযী, নাসাঈ, ইবনু মাজাহ, মিশকাত, হা/১৪৬৯; সনদ সহীহ)।

• জাবির (রা.) বলেন, ‘আমরা আল্লাহর রাসূল (সা.) এর সাথে হজ্জ ও উমরার সফরে সাথী ছিলাম।..... তখন আমরা একটির ও উট সাতজন করে শরীক হয়েছিলাম। (সহীহ মুসলিম, হা/১৩১৮) সফরে সাত বা

দশজন মিলে একটি পরিবারের ন্যায়, যাতে গরু ও উটের মতো বড় পশু যবেহ, বন্টন, কোটা বাছা সহজ হয়। জমহুর বিদ্বান গণের মতে হজ্জের হাদীর ন্যায় কুরবানীর শরীক হওয়া চলবে। (মার’আত ২/৩৫৫, ৫/৮৪)।

• আনাস (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) হজ্জের সফরে মিনায় নিজ হাতে ৭টি উট (অন্য বর্ণনায় আর অধিক) নিজ হাতে দাড়ায়েনা অবস্থায় ‘নহর’ করেছেন এবং মদীনায় (মক্কীম অবস্থায়) দু’টি সুন্দর শিংওয়ালা খাসি কুরবানী করেছেন।
আয়েশা (রা.) বলেন, বিদায় হজ্জের সময় রাসূলুল্লাহ (সা.) তার সফরসঙ্গী ও পরিবারের পক্ষ হতে একটি গরু কুরবানী করেন। (বুখারী, ১/২৩১; সহীহ আবু দাউদ , হা/১৫৩৯) অবশ্য মাক্কায় (মদীনায়) নহরকৃত উটগুলো সাহাবীগণের পক্ষ থেকে হতো।

উভয় পক্ষের দানকৃত দলীল সমূহের পর্যালোচনাঃ

মুক্কীম অবস্থায় সাতটি পরিবারের সকল সদস্যের পক্ষ থেকে

সাতটি ভাগ দিয়ে একটি উট বা গরু বা মহিষ ক্রয় করে কুরবানী করার ব্যাপারে উপরে উল্লেখিত উভয় পক্ষের উপস্থাপিত প্রমাণিত প্রমাণাদিকে বিশ্লেষণমূলক পর্যালোচনা করলে যে বিষয় টি

আমাদের কাছে সুস্পষ্ট হয়, তা হলো , জাবির (রা.) বর্ণিত আবু দাউদদের ব্যাখ্যা শূন্য হাদীসটি মুসাফির ও মুক্কীম অবস্থায় কুরবানীতে ভাগাভাগি নিয়ে সংশয়ের সৃষ্টি হয়েছে।

প্রথমত: এ হাদীসটিতে কেবল বলা হয়েছে , ‘গরুতে সাতজন আর উটে সাতজন’। এখানে মুসাফির না মুক্কীম তা বলা হয়নি। কিন্তু এটি

যে সফরের হাদীস তা জাবির (রা.)

দ্বারা প্রমাণিত।

দ্বিতীয়ত: জাবির (রা.) বর্ণিত সফরের হাদিস গুলো ইমাম আবু দাউদ যে অধ্যায় বর্ণনা করেছ এই ব্যাখ্যা শূন্য হাদিসটিও সে অধ্যায় বর্ণনা করেছেন।

সর্বোপরি, উভয় পক্ষের মতের স্বপক্ষে উপস্থাপিত দলীলসমূহ

পর্যালোচনা করলে প্রতীয়মান হয়, তা হলো:

১. সফর ও মুক্কীম অবস্থায় একটি পরিবারের পক্ষ থেকে একটি পশু কুরবানী করার ব্যাপারে উভয় পক্ষ একমত

২. ভাগে কুরবানী জায়েয।

৩. সফর ও মুক্কীম অবস্থায় সাত ব্যক্তির পক্ষ থেকে ভাগে ১টি কুরবানী করা যায়।

একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে কিছু কথা

হাদীসে বলা হয়েছে, “সাতজনের পক্ষ থেকে” (মুসলিম, মিশকাত,

হা/১৪৫৮), কিন্তু আমাদের সমাজে কুরবানী করা হয় সাত পরিবারের পক্ষ থেকে। বলা যায়, সফর অবস্থাতেও সাত পরিবারের পক্ষ থেকে অনুমতি নেই। আরো স্পষ্ট হলো, সাত জনের পক্ষ থেকে কেবল সফর অবস্থায় সৃষ্টি হয়।

মুক্কীম অবস্থায় কুরবানী পরিবারের সাথে সম্পৃক্ত, যেমন- রাসূল (সা.) করতেন।

মূলত, এক্ষেত্রে সফরের হাদিসকে আম হিসেবে ধরা হচ্ছে না।

আজকাল পরিবারের পক্ষ থেকে একটি ছাগল কুরবানীর সাথে

একটি গরুর ভাগ নেওয়া হয় মূলত গোশত বেশী পাবার স্বার্থে।

‘নিয়ত’ যখন গোশত খাওয়া, তখন কুরবানীর উদ্দেশ্য হাছিল হবে? কুরবানী হলো পিতা ইবরাহীমের সুনাত, যা তিনি পুত্র ইসমাইলের জীবনের বিনিময়ে করেছিলেন। আর তা ছিল আল্লাহর পক্ষ হতে পাঠানো একটি পশুর জীবন অর্থাৎ দুধা

অতএব ইবরাহীম ও মুহাম্মদী সুনাতের অনুসরণে নিজের ও নিজ

পরিবারের পক্ষ হতে আল্লাহর রাহে একটি জীবন তথা একটি পূর্ণাঙ্গ পশু

কুরবানী দেওয়া উচিত।

কুরবানী দাতা যে সকল কাজ থেকে দূরে থাকবেনঃ

সুন্নাহ দ্বারা এ কথা প্রমাণিত হয় যে, যিলহজ্জ মাসের চাঁদ ওঠার পর থেকে কুরবানীর পশু যবেহ না করা পর্যন্ত কুরবানীদাতা তার শরীরের কোন লোম বা চুল, নখ ও চর্মাди না কাটা ওয়াজিব।

হাদিসে এসেছে-

উম্মু সালামাহ (রা.) বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন: তোমাদের মাঝে যে কুরবানী করার ইচ্ছে করে সে যেন যিলহজ্জ মাসের চাঁদ দেখার পর থেকে চুল ও নখ কাটা থেকে বিরত থাকে। ইমাম মুসলিম হাদিসটি বর্ণনা করেছেন।

অন্য বর্ণনায় আছে ‘কুরবানীর পশু যবেহ করার পূর্ব পর্যন্ত এ অবস্থায় থাকবে। (সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১৯৭৭; নাসাঈ, মিশকাত, হাদীস নং ১৪৫৯)।

ইবনুল কায়্যিম (রাহ.) বলেছেন, ‘কুরবানী দাতা চুল ও নখ বড় করে তা যেন পশু কুরবানী করার সাথে সাথে নিজের কিছু অংশ

আল্লাহ রাব্বুল ‘আলামিনের সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য কুরবানী করায় অভ্যস্ত হতে পারেন এ জন্য এ নির্দেশ দেয়া হয়েছে।’ (ইবনে উসাইমীন, আহকামুল উযহিyyাহ, পৃ.৭৭)

এমন কোন ব্যক্তি যার চাঁদ দেখার পর কুরবানীর ইচ্ছা ছিল না, সে চুল বা নখ কেটে থাকলে এবং তারপর কুরবানী করার

ইচ্ছা হলে তারপর থেকেই আর তা কাটবে না। কুরবানী করার জন্য কেউ যদি কাউকে ভার দেয় বা অসিয়ত

করে, তবে সেও নখ-চুল কাটবে না। অবশ্য ভার প্রাপ্ত ব্যক্তি বা অসী এ নিষেধের শামিল হবে না। অর্থাৎ তাতের জন্য নখ বা চুল কাটা দৃশ্যীয় নয়। আল্লাহর রাসূল (সা.) নিজ বংশধরের তরফ থেকে

কুরবানী করতেন অথচ তিনি তাদেরকে নখ-চুল কাটতে নিষেধ করেন নি।

কুরবানীর পশু যবেহ করার নিয়মাবলিঃ

কুরবানীদাতা নিজের কুরবানীর পশু নিজে যবেহ করবেন যদি তিনি ভালোভাবে যবেহ করতে পারেন। কেননা, রাসূলুল্লাহ (সা.)

নিজে যবেহ করেছেন। আর যবেহ করা আল্লাহ তা‘আলার নৈকট
অর্জনের একটি মাধ্যম। তাই প্রত্যেকের নিজের কুরবানী নিজের
যবেহ করার চেষ্টা করা উচিত।

ইমাম বুখারী (রাহ.) বলেছেন, ‘সাহাবি আবু মুসা আশআরী (রা.)
নিজের মেয়েদের নির্দেশ দিয়েছেন

নিজেদের হাতে কুরবানীর পশু যবেহ করেন’ (ফতহুল বারী ১০/১৯)

তার এ নির্দেশ দ্বারা প্রমাণত হয় যে, মেয়েরা কুরবানী পশু যবেহ করতে পারেন। তবে
কুরবানীর পশু যবেহের দায়িত্ব অন্যকে অপর্ণ করা জায়েয আছে। কেননা সহী মুসলিমের
হাদীসে এসেছে রাসূলুল্লাহ (সা.) তেষটিটি কুরবানীর পশু নিজ
হাতে যবেহ করে বাকিগুলো আলী (রাঃ)কে যবেহের দায়িত্ব অপর্ণ করেন। (সহীহ মুসলিম,
হাদীস নং ১২১৮)।

যবেহ করার সময় যে সকল বিষয় লক্ষণীয়ঃ

১. পশুর প্রতি দয়া করা ও অনুগ্রহ

প্রদর্শন করা। আর তা নিম্নরূপে সম্ভব।

- এমন ব্যবস্থা নিয়ে। যবেহ করা যাতে পশুর অধিক কষ্ট না হয় এবং সহজেই প্রাণ ত্যাগ
করতে পারে।

- যবেহ যেন খুব তীক্ষ্ণ ধারালো ছুরি দ্বারা করা হয় এবং তা খুবই শীঘ্রতা ও শক্তির সাথে
যবেহ স্থলে (গলায়)

পেচানো হয়।

হাদীসে এসেছে -

সাহাবি শাদ্দাদ ইবনে আউস (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী কারীম (সা)
বলেছেন: আল্লাহ রাব্বুল ‘আলামীন সকল বিষয়ে সকলের সাথে
সুন্দর ও কল্যাণকর আচরণের নির্দেশ দিয়েছেন।

যখন হত্যা করবে তখনও তা সুন্দর ভাবে করবে। তোমাদের একজন যেন ছুরি ধারালো করে
নেয় এবং যা যবেহ করা হবে তাকে যেন
প্রশান্তি দেয়। (সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১৯৫৫)

এবং বলেছেন, ‘যখন তোমাদের কেউ

যবেহ করবে, তখন সে যেন তাড়াতাড়ি করে।

(মুসনােদ আহমদ, ২/১০৮; ইবনু মাজাহ, হাদীস নং ৩১৭২;
সহীহ তারগীব, ১/৫২৯)

২. কুরবানীর পশু যদি উট হয়(অথবা যাকে আয়ত্ব করা সম্ভব নয়) তাহলে তাকে বাম পা
বাধা অবস্থায়
দাঁড় করিয়ে নহর করা হবে। কেননা আল্লাহ রাব্বুল ‘আলামীন
বলেছেন-

وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِّنْ شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ ۖ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عَلَيْهَا صَوًّا فَآ ۖ فَآ
ذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطِيعُوا أَمْرًا نَّع ۚ وَكَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ
تَشْكُرُونَ

ওয়ালবুদনা জা‘আলনা-হা-লাকুম মিন শা‘আইরিদ্দা-হি লাকুম ফীহা-খাইরুন ফায়করুছ মাল্লা-
হি ‘আলাইহা-সাওয়াফফা ফাইয়া-ওয়াজাবাত জুনুবুহা-ফাকুলূ মিনহা-ওয়া আত‘ইমুল কা-নি‘আ
ওয়াল মু‘তাররা কাযা-লিকা ছাখখারনা-হা-লাকুম লা‘আল্লাকুম তাশকুরুন।

"আর (কুরবানীর) উটগুলোকে আমি করেছি আল্লাহর নিদর্শনসমূহের অন্যতম। তাতে
তোমাদের জন্য কল্যাণ আছে, কাজেই সারিবদ্ধভাবে দাঁড়ানো অবস্থায় ওগুলোর উপর তোমরা
আল্লাহর নাম উচ্চারণ কর। যখন তা পার্শ্বভরে পড়ে যায়, তখন তাথেকে খাও আর যারা
(ভিক্ষে না ক’রে) পরিতৃপ্ত থাকে তাদেরকে আর যারা কাকুতি মিনতি ক’রে যাচ্চগ্ন করে
তাদেরকেও খাওয়াও। এভাবে আমি ওগুলোকে তোমাদের অধীন করে দিয়েছি যাতে তোমরা
কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর।"

(সূরা হাজ্ব ২২ঃ আয়াত ৩৬)

ইবনে আব্বাস (রা.) বলরন, ‘এর অর্থ হলো তিন পায়ে দারিয়ে থাকবে
আর সামনের বাম পা বাঁধা থাকবে। (তাফসীর ইবনে কাসির)

৩. যবেহকালে পশুকে কিবলামুখী করে শয়ন করাতে হবে। আবু দাউদ, ইবনু মাজাহ, ২/১০৪৩;
তবে এ হাদীসটির সনদ নিয়ে
সমালোচনা করা হয়েছে। যেহেতু কিবলামুখী করে শয়ন করানোর
কোন শুদ্ধ প্রমাণ নেই।(আহকামুল
উযহিয়াহ, পৃ. ৮৮,৯৫)

৪. যবেহ করার সময় ‘বিসমিল্লাহ’ বলতে হবে। কারণ, এটা বলা ওয়াজিব। কারণ আল্লাহ রাব্বুল‘আলামীন বলেন-

فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ

ফাকুলুমিস্মা-যুকিরাহুমুল্লা-হি ‘আলাইহি ইন কুনতুম বিআ-য়া-তিহী মু‘মিনীন।

"কাজেই যে পশু যবেহ করার সময় আল্লাহর নাম নেয়া হয়েছে তা তোমরা খাও যদি তাঁর নিদর্শনাবলীতে তোমরা বিশ্বাসী হয়ে থাক।
(সূরা আন-আম ৬ঃ আয়াত ১১৮)

আরো বলেন-

وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ ۖ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَاوِلُوكُمْ ۖ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ

ওয়ালা-তা‘কুলুমিস্মা-লাম ইউযকারিহুমুল্লা-হি ‘আলাইহি ওয়া ইন্নাহুলাফিছকুওঁ ওয়া ইন্নাশশায়া-তীনা লাইউহূনা ইলাআওলিয়াইহিম লিইউজা-দিলুকুম ওয়া ইন আতা‘তুমূহুম ইন্নাকুম লামুশরিকুন।

"যাতে (যবেহ করার সময়) আল্লাহর নাম নেয়া হয়নি তা তোমরা মোটেই খাবে না, তা হচ্ছে পাপাচার, শায়ত্বনেরা তাদের বন্ধুদেরকে তোমাদের সঙ্গে তর্ক-ঝগড়া করার জন্য প্ররোচিত করে; যদি তোমরা তাদের কথা মান্য করে চল তাহলে তোমরা অবশ্যই মুশরিক হয়ে যাবে।"

(সূরা আন-আম ৬ঃ আয়াত ১২১)

আর নবী (সা.) বলেছেন, ‘যা খুন

বহায় এবং যাতে আল্লাহর নাম

নেওয়া হয় তা ভক্ষণ করো।’ (সহীহ বুখারী, হাদীস নং ২৩৫৬; সহীহ মুসলিম , হাদীস নং ১৯৬৮)।

যবেহকালীন সময়ে ‘বিসমিল্লাহ’র সাথে ‘আল্লাহু আকবার’ করা মুস্তাহাব। অবশ্য এর সঙ্গে কবুল করা ছাড়া অন্য কিছু অতিরিক্ত করা বিধেয় নয়। যেমন হাদিসে এসেছে-

জাবির (রা.) থেকে বর্ণিত, একটি দুগ্ধা আনা হলো। রাসূলু (সা.) নিজ হাতে যবেহ করলেন এবং বললেন,

‘বিসমিল্লাহ ওয়া আল্লাহু আকবর, হে আল্লাহ! এটা আমার পক্ষ থেকে। এবং আমার উম্মতের মাঝে যারা কুরবানী করতে পারেনি তাদের পক্ষ থেকে।

মূলত কুরবানী কেবল নিজের তরফ থেকে হলে বলবে-

‘বিসমিল্লাহি আল্লাহু আকবার, আল্লাহুমা ইন্নী হাযা মিনকা ওয়ালাক, আল্লাহুমা তাকাব্বাল মিন্নী’ নিজের এবং পরিবারের তরফ

থেকে হলে বলবে, ‘...তাক্বাবল্লাহ মিন্নী ওয়ামিন আহলি বাইতি।’

অপরের নামে হলে বলবে, ‘...তাক্বাব্বাল মিন (এখানে যার তরফ থেকে কুরবানী তার নাম নেবে। (আলবানী, মানাসিকুল হাজ্ব, পৃ: ৩৬)

৫. যবেহতে রক্ত প্রবাহিত হওয়া জরুরী। আর তা দুই শাহরগ

(কঠনালীর দু’পাশে দুটি মোটা আকারের শিরা) কাটলে অধিকরূপে সম্ভব হয়। প্রিয় নবী(সা.) বলেন যা রক্ত প্রবাহিত করে, যাতে আল্লাহর নাম নেওয়া হয়, তা তোমরা খাও। তবে যেন (যেবহ করার অঙ্গ) দাত বা নখ না হয়।’ (আহমাদ, বুখারী, মুসলিম প্রভৃতি, সহীহুলজামে’, হাদীস নং ৫৫৬৫)।

৬. প্রাণ ত্যাগ করার পূর্বে অন্য কোন অঙ্গ কেটে দেওয়া হারাম। যেমন- ঘাড় মটকানো, পায়ের শিরা কাটা, চামড়া ছাড়ানো ইত্যাদি।

যেবহ করার আগে কুরবানীর পশুকে গোসল দেয়া, তার খুর ও শিঙে তেল দেওয়া অথবা তার অন্য কোন প্রকার তোয়াজ করা বিদ’আত।

উল্লেখ্য, যবেহকৃত পশুর রক্ত হারাম। সুতরাং তা কোন ফল লাভের উদ্দেশ্যে পায়ে মাখা, দেওয়ালে ছাপ দেওয়া বা তা নিয়ে ছুড়াছুড়ি করে খেলা করা বৈধ নয়।

কোরবানির মাংস বণ্টন ইসলামী শরিয়তের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। নিচে বিস্তারিতভাবে পুরো নিয়মগুলো তুলে ধরলাম

করবানির মাংস বণ্টনের শরয়ী নিয়ম

কত ভাগে বণ্টন করা সুন্নত?

কোরবানির মাংস তিন ভাগে বণ্টন করা মুস্তাহাব (উত্তম):

1. এক ভাগ নিজের ও পরিবারের জন্য
2. এক ভাগ আত্মীয় ও বন্ধুবান্ধবকে উপহার দেওয়ার জন্য
3. এক ভাগ গরিব-মিসকিনের জন্য

→ তিন ভাগে করাই উত্তম, তবে বাধ্যতামূলক নয়। চাইলে নিজের প্রয়োজন অনুযায়ী ভাগ কম-বেশি করা যায়।

মাংস নিজের কাছে রাখা

- পুরো মাংস নিজের জন্য রাখা জায়েজ (বৈধ)।
- পরিবার বড় হলে, বা অসহায়ের সংখ্যা কম হলে অনেক বড় অংশ নিজের কাছে রাখতে কোনো সমস্যা নেই।
- কোরবানির উদ্দেশ্য মূল ibadah, বণ্টন বাধ্যতামূলক নয়।

গরিবকে দেওয়া

- গরিব-মিসকিন, মাদরাসা, এতিমখানা, প্রতিবেশী—যে কাউকে দেওয়া যায়।
- মুসলিম-অমুসলিম গরিব উভয়কেই দিতে পারেন (বেশিরভাগ আলেমের মতে জায়েজ)।

আত্মীয়কে দেওয়া

- আত্মীয়, দূর-আত্মীয় যেই হোক, উভয়কেই দেওয়া সওয়াবের কাজ।
- ধনী আত্মীয়কেও উপহার দেওয়া যায়।

কোরবানির হাড়ি, চর্বি, চামড়া বণ্টন

চামড়া

- চামড়া বিক্রি করা জায়েজ, তবে টাকার দাম সদকা করা উচিত।
- কারও শ্রমের মজুরি হিসেবে চামড়া দেওয়া বৈধ নয়।

হাড়ি

- বাড়িতে নিজেরা ব্যবহার করতে পারবেন
- উপহার বা সদকা হিসেবে দিতে পারবেন
- কোনো রকম বেচা-বিক্রি করা জায়েজ

চর্বি

- নিজের খাদ্য বা রান্নায় ব্যবহার করা যাবে

- চাইলে দান বা উপহারও দিতে পারবেন

ওয়াজিব কোরবানি (হানাফি মতে) – বিশেষ নিয়ম

- ওয়াজিব কোরবানির মাংস বিক্রি করা হারাম
- চামড়া বিক্রি করা যাবে, তবে এর দাম গরিবকে দিতে হবে

অতিরিক্ত কিছু গুরুত্বপূর্ণ মাসআলা

✓ ভাগ সংখ্যা নির্দিষ্ট নয়

- তিন ভাগ করা উত্তম, কিন্তু বাধ্যতামূলক নয়।
- দরকার হলে পুরো মাংস নিজেরা খেতে পারবেন।

✓ অমুসলিম গরিবকে দেওয়া

- অনেক আলেম জায়েজ বলেছেন, বিশেষ করে যদি সে প্রকৃত অভাবী হয়।

✓ কোরবানিদাতার নফসী নিয়ত

- কোরবানির মূল উদ্দেশ্য আল্লাহর সন্তুষ্টি, তাই বণ্টনও নিয়ত ঠিক রেখে করা উচিত।

✓ কোরবানি করা পশুর মাথা

- কোনো আয়েশকারী বা কসাইকে মাথা বা চামড়া মজুরি হিসেবে দেওয়া যাবে না
- চাইলে উপহার দিতে পারবেন।

এক নজরে সিদ্ধান্ত

বিষয়	বিধান
৩ ভাগ করা	সুন্নত, উত্তম
সব মাংস রাখা	জায়েজ
গরিবকে দেওয়া	উত্তম
ধনী আত্মীয়/বন্ধুকে উপহার	জায়েজ
চামড়া বিক্রি	জায়েজ, দাম সদকা করা উত্তম
কসাইকে চামড়া/মাথা মজুরি	নিষিদ্ধ
অমুসলিম গরিবকে দেওয়া	অধিকাংশ মতে জায়েজ

কুরবানীর জরুরী মাসায়েল সমূহ নিচে বিভিন্ন ধাপসহ উল্লেখ করা হলো-

মাসআলা ১:

যে পশু তিন পা চলতে পারে, কিন্তু এক পা মাটি স্পর্শ করতে পারে না—এমন পশু দ্বারা কুরবানী করা সহীহ নয়।

(জামে' তিরমিজি ১/২৭৫)

মাসআলা ২:

যে পশুর শিংয়ের গোড়া থেকে শিং ভেঙে গেছে—যদি গোড়া পর্যন্ত ভাঙা হয় তাহলে কুরবানী জায়েয নয়। তবে অল্প ভাঙা হলে সমস্যা নেই।

(সুনানে আবু দাউদ ২৮৮৫)

মাসআলা ৩:

যে পশুর এক চোখ সম্পূর্ণ অন্ধ বা দুই চোখই অন্ধ—এ পশু দ্বারা কুরবানী সহীহ নয়।

(তিরমিজি ১/২৭৫)

মাসআলা ৪:

যে পশুর দাঁত এত কম যে খাবার চিবানো কষ্টকর—এমন পশু দ্বারা কুরবানী সহীহ নয়।

(দারকুতনী ৪/২৮১)

মাসআলা ৫:

যে পশুর কান অর্ধেকের বেশি কাটা বা ছেঁড়া—তার কুরবানী সহীহ নয়। কিন্তু অল্প কাটা হলে সমস্যা নেই।

(কাশশাফুল কুনুন ৬/৩২৪)

মাসআলা ৬:

যে পশুর দু'চোখের একটি পুঁজে ভরা বা অন্ধ—এ পশু কুরবানী করা যাবে না।

মাসআলা ৭:

যে পশুর দাঁত দুটি ভেঙে গেছে—সেও কুরবানীর অযোগ্য।

মাসআলা ৮:

গর্ভবতী পশু কুরবানী করা জায়েয। যদি বাচ্চা জীবিত বের হয়, তাহলে তাকে ও জবাই করতে হবে।

মাসআলা ৯:

যদি কুরবানীর শিং ভেঙে যায় কিন্তু খাওয়া ও চলাফেরা স্বাভাবিক থাকে—তাহলে কুরবানী সহীহ।

মাসআলা ১০:

যদি কোনো ব্যক্তির পূর্বের কুরবানীর নিয়ত নষ্ট হয়ে যায়—তবে নতুন পশু কিনে কুরবানী করতে হবে।

❖ যৌথ কুরবানীর মাসআলা

মাসআলা ১১:

ছাগল/ভেড়া/দুগ্ধা—এগুলোতে একাধিক ব্যক্তি শরীক হতে পারবে না।

মাত্র একজনের কুরবানী।

মাসআলা ১২:

উট, গরু, মহিষ—এই তিন প্রকার পশুতে ৭ জন পর্যন্ত শরীক হতে পারবে।

৭ জনের একজনও যদি দুনিয়াবি উদ্দেশ্য (শুধু মাংস নেওয়া) রাখে—সবার কুরবানী নষ্ট হবে।

❖ কুরবানীর সময়-সংক্রান্ত মাসআলা

মাসআলা ১৩:

ঈদের নামাজের আগে পশু জবাই করলে কুরবানী সহীহ হবে না।

(সহীহ বুখারি)

মাসআলা ১৪:

১০, ১১, ১২ জিলহজ—এই তিন দিন কুরবানীর সময়।

তবে ১০ তারিখ সবচেয়ে উত্তম।

❖ মাংস বিতরণের মাসআলা

মাসআলা ১৫:

মাংস তিন ভাগ করা উত্তম:

- ১) নিজের জন্য
- ২) আত্মীয়-স্বজন
- ৩) গরিব-মিসকীন

মাসআলা ১৬:

মাংস বিক্রি করা হারাম।

কসাইকে পারিশ্রমিক হিসেবে দেওয়া যাবে না।

মাসআলা ১৭:

মাংস অমুসলিমকেও দিতে পারে—যদি সে অভাবগ্রস্ত হয়।

❖ চামড়া সংক্রান্ত মাসআলা

মাসআলা ১৮:

চামড়া বিক্রি জায়েয নয়, তবে বিক্রি করলে সেই টাকা সদকা করতে হবে।

মাসআলা ১৯:

চামড়া ব্যক্তিগত কাজে ব্যবহার করা যায়—জুতা/বিছানা ইত্যাদি।

মাসআলা ২০:

চামড়া কসাইকে মজুরি হিসেবে দেওয়া জায়েয নয়।

(আদারকুতনী)

❖ আরো গুরুত্বপূর্ণ মাসআলা

মাসআলা ২১:

যদি কুরবানীর পশু পালাতে গিয়ে হারিয়ে যায়—তার বদলে নতুন পশু কিনে কুরবানী করতে হবে।

মাসআলা ২২:

যে ব্যক্তি কুরবানীর সময় সামর্থ্যবান ছিল কিন্তু কুরবানী করেনি—তার ওপর একটি ছাগলের দাম সদকা করা ওয়াজিব।

মাসআলা ২৩:

পশুর রক্ত বা গোশত আল্লাহর কাছে পৌঁছায় না—তাকওয়াই পৌঁছে।

(সূরা হাজ্জ: ৩৭)

নিচে সংক্ষিপ্ত আলোচনাসহ সার সংক্ষেপ উল্লেখ করা হল-

১. কুরবানীর পরিচয়

কুরবানী (قربانی) আরবি শব্দ قَرَبَان থেকে উদ্ভূত, যার অর্থ ‘নৈকট্য’ বা ‘সান্নিধ্য অর্জন’। ইসলামের দৃষ্টিতে কুরবানী এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত, যা বান্দাকে আল্লাহর নৈকট্যের দিকে নিয়ে যায়। আল্লাহ তাআলা কুরবানীর মাধ্যমে বান্দার মধ্যে ত্যাগ, আনুগত্য, তাকওয়া ও আল্লাহভীতির সত্যিকারের প্রকাশ দেখতে চান।

কুরআনে আল্লাহ তাআলা বলেন—

﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ﴾

অর্থ: “অতএব, তুমি তোমার প্রতিপালকের জন্য সালাত কায়েম করো এবং কুরবানী করো।”

— সূরা আল-কাউসার: ২

এ আয়াতে “وَانْحَرْ” শব্দ দ্বারা উট জবাই অথবা সাধারণভাবে কুরবানী করা বোঝানো হয়েছে। তাই কুরবানীর মূল উদ্দেশ্য হলো আল্লাহর আদেশ পালন।

২. কুরবানীর ইতিহাস

কুরবানীর সূচনা হযরত আদম (আ.)-এর যুগেই হয়েছিল। হাবীল ও কাবীল কুরবানী করেছিলেন (সূরা মায়িদা: ২৭)। কিন্তু ইসলামে কুরবানী সর্বোচ্চ মর্যাদা পেয়েছে ইবরাহীম (আ.) ও ইসমাইল (আ.)-এর ঘটনাকে কেন্দ্র করে।

ইবরাহীম (আ.) যখন স্বপ্নে দেখলেন যে তিনি প্রিয় সন্তানকে আল্লাহর পথেই কুরবানী করছেন, তখন বিন্দুমাত্র দ্বিধা ছাড়াই আল্লাহর আদেশ পালন করতে প্রস্তুত হন। আল্লাহ বলেন—

{ فَذْ صَدَقْتَ الرَّؤْيَا }

“তুমি তো স্বপ্নকে সত্য প্রমাণ করলে।”

— সূরা সাফফাত: ১০৫

এই বিশাল ত্যাগের স্মৃতি হিসেবে মুসলমানরা প্রতি বছর জিলহজ মাসে কুরবানী করে।

৩. কুরবানীর গুরুত্ব ও ফযীলত

১) কুরবানী মানুষের সবচেয়ে প্রিয় আমল

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন—

“আদম সন্তান যে কাজ করবে ঈদের দিনে, তার মধ্যে আল্লাহর কাছে কুরবানী অপেক্ষা বেশি প্রিয় আর কিছু নেই।”

— তিরমিজি ১৪৯৩

২) প্রতিটি রোমকূপের বিনিময়ে সওয়ার

হাদীসে এসেছে—

“কুরবানীর পশুর প্রত্যেক লোমের বিনিময়ে তোমরা নেকী পাবে।”

— ইবন মাজাহ ৩১২৭

৩) দুনিয়াবি উদ্দেশ্যে কুরবানী নয়

কুরআনে আল্লাহ বলেন—

{ لَنْ يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى }

“আল্লাহর কাছে পৌঁছায় না পশুর মাংস বা রক্ত; পৌঁছায় তোমাদের তাকওয়া।”

— সূরা হাজ্জ: ৩৭

৪. কুরবানীর হুকুম

হানাফি মতে:

কুরবানী ওয়াজিব—যার কাছে নিসাব পরিমাণ সম্পদ আছে এবং বালেগ, মুসলিম ও মুকীম।

অন্যান্য মাজহাব মতে:

কুরবানী সুন্নাতে মুআক্কাদা, অর্থাৎ অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে পালনীয় ইবাদত।

৫. কার ওপর কুরবানী ওয়াজিব?

১. মুসলিম

২. বালগ (প্রাপ্তবয়স্ক)
৩. স্বাধীন
৪. মুকীম (মুসাফির হলে ওয়াজিব নয়)
৫. নিসাব পরিমাণ সম্পদের মালিক
৬. নারী-পুরুষ উভয়ই এর অন্তর্ভুক্ত

৬. কুরবানীর সময়সীমা

কুরবানীর সময়—

১০, ১১ ও ১২ জিলহজ

সকালে ঈদের নামাজের পর শুরু হয়ে ১২ তারিখ সূর্যাস্ত পর্যন্ত চলে।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন—

“যে ঈদের নামাজের আগে পশু জবাই করল, তার কুরবানী নয়—এটি সাধারণ মাংস।”

— সহীহ বুখারি: ৯৫৫

৭. কুরবানীর বৈধ পশু ও শর্ত

বৈধ পশু:

উট, গরু, মহিষ, ছাগল, ভেড়া, দুগ্ধা।

বয়সের শর্ত:

- উট: ৫ বছর
- গরু/মহিষ: ২ বছর
- ছাগল: ১ বছর
- ভেড়া/দুগ্ধা: ১ বছর (বা ৬ মাসে পরিপূর্ণ হলে)

৮. কুরবানীর অযোগ্য পশু (হাদীসসমূহ)

রাসূল ﷺ চার ধরনের পশুকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছেন—

১. অন্ধ পশু

২. স্পষ্ট খোঁড়া

৩. অসুস্থ পশু

৪. একেবারে দুর্বল পশু

— সুনানে নাসায়ী: ৪৩৭০

অতিরিক্ত অযোগ্য পশু:

- কান অর্ধেকের বেশি কাটা
- লেজ অর্ধেকের বেশি কাটা
- দাঁত না থাকা
- গর্ভপাত হওয়া পশু
- জন্মগতভাবে কানবিহীন
- দুই চোখই অন্ধ
- অত্যন্ত অপুষ্টি, হাড়-গোড় বের হওয়া

৯. যৌথ কুরবানীর বিধান

১) গরু/উট—৭ জন

শর্ত: সবার নিয়ত আল্লাহর জন্য কুরবানী।

যদি কোনো অংশীদারের দুনিয়াবি উদ্দেশ্য থাকে—

সবাইয়ের কুরবানী বাতিল হবে।

২) ভেড়া/ছাগল—শুধু ১ জন

১০. কুরবানীর সুন্নতসমূহ

১. ধারালো ছুরি ব্যবহার

২. পশুকে কিবলামুখী করা

৩. জবাইয়ের আগে পানি খাওয়ানো

৪. জবাইয়ের সময়—

“بِسْمِ اللَّهِ اللَّهُ أَكْبَرُ” বলা

৫. পশুর চোখ বেঁধে রাখা

৬. পশুকে কষ্ট না দেওয়া

৭. এক পশুর সামনে অন্য পশু জবাই না করা

১১. কুরবানীর মাংস বণ্টন

মাংস তিন ভাগ করা উত্তম—

১. নিজের পরিবার

২. আত্মীয়-স্বজন

৩. গরিব-মিসকীন

হাদীসে আছে—

“তোমরা খাবে, সংরক্ষণ করবে এবং দান করবে।”

— সহীহ মুসলিম: ১৯৭১

১২. কুরবানীর চামড়ার বিধান

চামড়া বিক্রি করা যাবে না।

যদি কেউ বিক্রি করে, তবে সেই টাকা সদকা করতে হবে।

— আদারকুতনী

চামড়া কসাইকে মজুরি হিসেবে দেওয়া যাবে না।

১৩. মৃত ব্যক্তির পক্ষ থেকে কুরবানী

- নফল কুরবানী হিসেবে করা যাবে।
- মৃত ব্যক্তি ওয়াসিয়ত করলে—ওয়াজিব।

১৪. নারীদের কুরবানী

- নিসাব থাকলে তাদের ওপরও কুরবানী ওয়াজিব।
- তারা নিজেও জবাই করতে পারে।
কোনো নিষেধ নেই।

১৫. কুরবানী না করলে বিধান

যদি কুরবানীর দিনে সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও কুরবানী না করে—

একটি ছাগলের দাম সদকা করা ওয়াজিব।

— ফাতাওয়া হিন্দিয়া

১৬. কুরবানীর উদ্দেশ্য ও শিক্ষা

কুরবানী শুধু পশু জবাই নয়; এর মধ্যে নিহিত রয়েছে—

- আল্লাহর আনুগত্য
 - প্রকৃত তাকওয়া
 - সমাজসেবা
 - দরিদ্র মুসলমানদের সহায়তা
 - আত্মশুদ্ধি
 - ত্যাগের মানসিকতা
-

উপসংহার

কুরবানী ইসলামের একটি বিরাট ইবাদত, যা মুসলমানকে ত্যাগ, তাকওয়া ও আল্লাহভীরুতার প্রকৃত শিক্ষা দেয়। ইবরাহীম (আ.)-এর ত্যাগ মানবতার জন্য একটি অনন্য উদাহরণ, যা কুরবানীর মাধ্যমে প্রতি বছর স্মরণ করা হয়। কুরবানীর আসল উদ্দেশ্য পশু জবাই নয়—বরং আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন। তাই এ ইবাদতে নিয়ম-কানুন, মাসআলা-মাসায়েল ও শরীয়তের নির্দেশনা যথাযথভাবে পালন করা জরুরি।

সঠিক ভাবে কুরবানী সম্পন্ন করলে একজন মুসলমান যেমন আধ্যাত্মিক সফলতা অর্জন করে, তেমনি সমাজের গরিব-দুঃখীরাও উপকৃত হয় এবং ইসলামী ভ্রাতৃত্ব সুদৃঢ় হয়। আল্লাহ তাআলা আমাদের সবার কুরবানী কবুল করুন, তাকওয়া দান করুন এবং তাঁর সন্তুষ্টির পথে অটল রাখুন। আমীন।